সৌন্দর্যের প্রতীক
ইউসুফ আলাইহি ওয়া সাল্লাম
মাসুদা সুলতানা রুমী

সৌন্দর্যের প্রতীক ঃ ইউসুফ (আঃ)

মাসুদা সুলতানা রুমী

মমমা প্রকাশনী
বদলগাছী, নওগাঁ

www.pathagar.com

সৌন্দর্যের প্রতীক ঃ ইউসুফ (আঃ)

মাসুদা সুলতানা রুমী

মমমা প্রকাশনী
বদলগাছী, নওগাঁ
০১৭১৫২৪৯৯৮৬

প্রকাশকাল
জানুয়ারি - ২০১৪
মাঘ - ১৪২০
রবিউল আউয়াল - ১৪৩৫

গ্রন্থস্বত্ত্ব : লেখক

প্রচ্ছদ : এম. এ আকাশ

মুদ্রণে
আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মূল্য : ২৫.০০ টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

- তাসনিয়া বই বিতান ♦ প্রফেসর বুক কর্ণার ♦ প্রীতি প্রকাশন প্রফেসর পাবলিকেশন ওয়ারলেস রেলগেট, বড় মগবাজার, ঢাকা
- ঢাকা বুক কর্ণার ♦ মহানগর প্রকাশনী ♦ তামান্না পাবলিকেশন ৪৮ পুরানা পল্টন, ঢাকা
- আহসান পাবলিকেশন, ওয়ারলেস রেলগেট, বড় মগবাজার, ঢাকা
- আহসান পাবলিকেশন, কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা
- আহসান পাবলিকেশন, কম্পিউটার মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা
- আজাদ বুকস ও তাজ লাইব্রেরী, আন্দরকেল্লা, চট্টগ্রাম
- রিম ঝিম প্রকাশনী, ৪২ বাংলা বাজার, ঢাকা।

www.pathagar.com

লেখিকার কথা

মানব সৃষ্টির পর থেকে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) পর্যন্ত অসংখ্য ঐতিহাসিক ঘটনায় ভরপুর পবিত্র আল কুরআন। তার মধ্যে ইউসুফ (আঃ) এর বৈচিত্রময় জীবনী অবশ্যই শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে। আমরা গল্প বলতে মিথ্যা কল্প কাহিনীই মনে করি। কিন্তু ইউসুফ (আঃ) এর ঘটনাবহুল জিন্দেগী রূপকথাকেও হার মানায়।

ইউসুফ (আঃ)কে নিয়ে অনেক জনশ্রুতি আছে যা আল কুরআন সমর্থন করে না। তাই আমি কুরআন-কুরআনের বিভিন্ন তাফসির, সহীহ হাদিস এবং প্রাচীন ইতিহাসগ্রন্থ থেকে সঠিক কথাটিই লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করেছি। তারপরও অতি তুচ্ছ এক মানুষ আমি ভুলত্রুটি তো আমার হতেই পারে।

বিজ্ঞ পাঠকের দৃষ্টিতে ভুলত্রুটি কিছু পরিলক্ষিত হলে দয়া করে জানাবেন। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা যেন আমার ভুলভ্রান্তি মার্জনা করে আমার এই শ্রমটুকু কবুল করেন। আমার সকল প্রচেষ্টা, সমস্ত শ্রম শুধু তো তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য। এই হাওয়ার কন্যাটি শুধুই তাঁর।

মাসুদা সুলতানা রুমী
বদলগাছী, নওগাঁ

www.pathagar.com

সূচীপত্র

- বংশ পরিচয় ০৫
- ইউসুফের স্বপ্ন ০৬
- সৎ ভাইদের হিংসা ০৭
- ইউসুফের নতুন জীবন ০৯
- আযিযের স্ত্রীর ষড়যন্ত্র ১০
- আধুনিক প্রগতিশীলতা ১১
- সৌন্দর্যই তার অপরাধ ১১
- কারাগারে ইউসুফ ১২
- ইউসুফ এখন কারাগারে ১৩
- বাদশাহর স্বপ্ন ১৫
- নতুন করে তদন্ত ১৭
- মিশরের ক্ষমতাধর ১৮
- ভাইদের সাথে সাক্ষাত ১৯
- মিশরে বিনইয়ামিন ২১
- বিনয়ামিনকে আটক ২১
- ইউসুফকে চোরের অপবাদ ২২
- ইউসুফের পরিচয় ২৬
- ইউসুফের সুঘ্রাণ ২৬
- স্বপরিবারে মিশরে ২৭
- ইয়াকুব (আঃ) এর ইন্তেকাল ৩০
- ইউসুফ (আঃ) এর ইন্তেকাল ৩১
- ইউসুফ (আঃ) বিবাহ ৩১

www.pathagar.com

অসম্ভব সুন্দর, ফুটফুটে চাঁদের মতো একটি ছেলে। ব্যবহারে অমায়িক, বুদ্ধি-জ্ঞানে অতুলনীয়। আর সৌন্দর্যে? অদ্বিতীয়। তার মুখের হাসি পূর্ণিমার চাঁদকেও ম্লান করে দেয়, আধ-ফোটা গোলাপের কুঁড়ি নিষ্প্রভ হয়ে যায়। জুঁই, চামেলি সব তার পায়ে চুমু খায়। পাড়া-প্রতিবেশী সবার আদরের নিধি। বাবারও চোখের মণি। মা নেই- ছোট ভাইটি জন্মের মুহূর্তে মা চলে যান না ফেরার দেশে। কতই বা বয়স তখন? পাঁচ, ছয় বছর হবে। সেই থেকে মা হারা। বাবা আদর করেন খুব। মা না থাকার অভাবটা বাবা যেন পুষিয়ে দিতে চান। আর ছেলেটিও প্রাণ উজাড় করে ভালোবাসে তার ছোট ভাইটিকে- আহা!

বেচারা মাকে তো দেখলোই না! আমি তো তবু মাকে দেখেছি, মায়ের কোলে চড়েছি, মায়ের চুমু খেয়েছি, মায়ের আদর পেয়েছি। ছেলেটি মনে মনে ভাবে আর মন প্রাণ দিয়ে ভাইটিকে আদর করে।

এই ছেলেটিকেও হিংসা করে এমন কয়েকজন মানুষ আছে। জ্ঞান-বৃদ্ধ বাবা তা বোঝেন আর দুশ্চিন্তায় থাকেন। কারণ তারা তো দূরের কেউ না এবং পাড়া-প্রতিবেশীও না। তারা যে সবাই ছেলেটির বৈমাত্রিয় ভাই- মানে সৎ ভাই। এই অসম্ভব সুন্দর ছেলেটির নাম ইউসুফ। ইউসুফ আলাইহি ওয়াস সালাম।

বংশ পরিচয়

ইউসুফ ছিলেন হযরত ইয়াকুব আলাইহি ওয়াস সালামের পুত্র। বাইবেলের বর্ণনা ও আল কুরআনের ইংগিত অনুযায়ী জানা যায় ইয়াকুব (আঃ) এর স্ত্রী ছিলেন চার জন। হযরত ইউসুফ (আঃ) ও বিন ইয়ামীন ছিলেন এক মায়ের সন্তান। আর বাকি তিন মায়ের দশ ছেলে। ইয়াকুব (আঃ) এই বারোটি পুত্র সন্তান। ইউসুফ (আঃ) এর মায়ের নাম ছিল রাহেলা। তিনি অল্প বয়সেই ইন্তেকাল করেন।

দ্বিতীয় পুত্র ইসহাক (আঃ), ইবরাহীম (আঃ) এর প্রথমা স্ত্রী সারাহর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তখন হযরত সারার বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। ইসহাক (আঃ) ও খুব সুশ্রী ছিলেন কিন্তু তিনি এতোই আল্লাহকে ভয় করতেন যে আল্লাহর ভয়ে কাঁদতে কাঁদতে তাঁর সুন্দর চেহারায় পানির দাগ বসে গিয়েছিল। ইসহাক (আঃ) ১৮০ বছর জীবিত ছিলেন। তাঁর দুইজন পুত্র সন্তানের কথা জানা যায়। বড় ছেড়ে ইসৌ আর ছোট ছেলে ইয়াকুব। আবুল আম্বিয়া বা বহু নবীর পিতা ও মুসলিম জাতির পিতা নামে পরিচিত ইবরাহিম (আঃ) এর স্ত্রী ছিলেন চারজন। এই চার স্ত্রীর গর্ভে ১৩ জন পুত্র সন্তানের কথা জানা যায়।

www.pathagar.com

তাঁর প্রথম সন্তান ইসমাঈল (আঃ)। যিনি মিসরের কিবতী বংশীয়া হাজেরার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। এরপর ইসহাক (আঃ) জন্মগ্রহণ করেন প্রথম স্ত্রী সারার গর্ভে। তারপর ইবরাহীম (আঃ) কিনআনের কানতুরা বিনতে ইয়াকতানকে বিয়ে করেন। তার গর্ভে ছয়টি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তারা হলেন-

১. মাদ্‌য়ান, ২. জামরান, ৩. সারাজ, ৪. যাকশান, ৫. নাশুক, ৬. আর একটি নাম জানা যায়নি।

এরপর ইবরাহীম (আঃ) হাজুন বিনতে আমীনকে বিবাহ করেন তার গর্ভে পাঁচটি পুত্র সন্তানের কথা বলা হয়। আবুল কাসিম সুহায়লী তার আত তারীফ ওয়াল আলাম গ্রন্থে এরূপ উল্লেখ করেছেন। (আল বিদায়া ওয়াল নিহায়া)

হযরত ইবরাহীম (আঃ) একশ বছর বয়স কালে এবং ইসমাইল (আঃ) জন্মের চৌদ্দ বছর পর ইসহাক (আঃ) এর জন্ম হয়। তাঁর মাতা সারাহকে যখন পুত্র হওয়ার সুসংবাদ দেওয়া হয় তখন তার বয়স ৯০ বছর।

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা আল কুরআনের অনেক আয়াতে ইসহাক (আঃ) এর প্রশংসা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "একজন সম্মানিত ব্যক্তি যার পিতাও ছিলেন সম্মানিত,এবং তার পিতাও ছিলেন সম্মানিত এবং তার পিতাও ছিলেন সম্মানিত। তিনি হলেন ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহীম।

হযরত ইসহাক (আঃ) এর দুই পুত্র। ইসৌ ও ইয়াকুব। ইয়াকুব (আঃ) এর স্ত্রী চারজন। প্রথম স্ত্রী লায়্যা তার গর্ভে ছয়জন- ১. রুবীল ২. শাম'উন ৩. লাবী ৪. য়াহুয়া ৫. আয়াখার ও ৬. যায়িলূন। দ্বিতীয় স্ত্রী রাহিলের গর্ভে জন্ম হয়- ৭. ইউসুফ ও ৮. বিনয়ামীনের। তৃতীয় স্ত্রী রাহীলের দাসী বালহার গর্ভে ৯. দান ১০. নায়ফতালী এবং লায়্যার দাসী যুলফার গর্ভে ১১. হাদ এবং ১২. আশীর জন্ম গ্রহণ করে। ইসহাক (আঃ) এই ১২ পুত্র এবং প্রথম স্ত্রী লায়্যার গর্ভে দীনা নামে এক কন্যাও জন্ম গ্রহণ করে।

ইয়াকুব (আঃ) এর আর এক নাম ইস্রায়ীল। ইস্রায়ীল শব্দের অর্থ আব্দুল্লাহ বা আল্লাহর বান্দা। ইতিহাসে ইয়াকুব (আঃ) এর বংশধররাই বনী ইস্রায়ীল নামে পরিচিত।

ইউসুফের স্বপ্ন

যা হোক, কিশোর ইউসুফ (আঃ) এর বয়স তখন ১৫/১৬ বছর। একদিন তিনি স্বপ্নে দেখলেন, সূর্য চাঁদ আর এগারটি তারকা তাকে সেজদা করছে। স্বপ্নের অভিনবত্বে তিনি অভিভূত হলেন। খুশিতে আপ্লুত হয়ে বাবা হযরত ইয়াকুব

www.pathagar.com

(আঃ)কে জানালেন। স্বপ্ন শুনে বাবা চমকিত ও খুশি হলেন, ছেলের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইংগিত পেয়ে। পরমুহূর্তে একটু ভীতও হলেন। কারণ তার অপর দশ ছেলের কূটবুদ্ধির কথা তিনি জানতেন। তাই ইউসুফকে সাবধান করে দিয়ে বললেন, "তোমার এ স্বপ্নের কথা তোমার ভাইদের শোনাবে না। শোনালে তারা তোমার ক্ষতি করার জন্য পেছনে লাগবে।" (সূরা ইউসুফ-৫)

এখানে ইউসুফের বৈমাত্রেয় দশজন ভাইয়ের কথা বলা হয়েছে। হযরত ইয়াকুব (আঃ) জানতেন তার ঐ দশটি ছেলে ইউসুফকে হিংসা করে। নৈতিক দিক দিয়েও তারা এমন উন্নতমানের ছিলনা যে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কোনো অবৈধ কাজ করতে পিছপা হবে। তাই তিনি নিজের সদাচারী পুত্রকে বলে দিলেন তাদের থেকে সাবধান থেক। স্বপ্নের পরিষ্কার অর্থ ছিল এই সূর্য মানে হযরত ইয়াকুব (আঃ)। চাঁদ মানে তার স্ত্রী (ইউসুফের বিমাতা) এবং এগারটি তারকা মানে এগারটি ভাই। অর্থাৎ পরিবারের সবার মধ্যে তিনি সম্মানের ব্যক্তি হবেন।

সৎ ভাইয়ের হিংসা

স্বপ্নের কথা না জানলেও ইউসুফের ভাইয়েরা তার প্রতি খুবই ঈর্ষাপরায়ণ ছিল। আল কুরআনে আল্লাহ পাক তা এইভাবে বর্ণনা করেছেন। "তার ভাইয়েরা পরস্পর বলাবলি করতে লাগল এই ইউসুফ ও তার ভাই। এরা দুজন আমাদের বাপের কাছে সবার চাইতে বেশি প্রিয়। অথচ আমরা একটি পূর্ণ সংঘবদ্ধ দল। সত্যি বলতে কি আমাদের পিতা একেবারেই বিভ্রান্ত হয়ে গেছেন। চলো আমরা ইউসুফকে মেরে ফেলি অথবা তাকে কোথাও ফেলে দেই। যাতে আমাদের পিতার দৃষ্টি আমাদের দিকেই ফিরে আসে। এ কাজটি শেষ করে তারপর তোমরা ভালো লোক হয়ে যাবে।" (সূরা ইউসুফ ৮-৯)

আসলে ইউসুফের সৌন্দর্য ও ভালোত্ব সর্বপরি ইউসুফের প্রতি বাবার বেশি ভালোবাসা তাদেরকে হিংসাত্মক করে তুলেছে। তাদের ধারণা ইউসুফের তুলনায় তারাই বাপের বেশি ভালোবাসা পাওয়ার হকদার। তাই ইউসুফকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তই তারা নেয়। এর মধ্যে এক ভাই পরামর্শ দেয়- না তাকে মেরে ফেলার দরকার নেই। খুন খারাবি করা ঠিক হবে না। তাকে কোনো অন্ধ কূপের মধ্যে ফেলে দিয়ে আমরা চলে আসব। তারপর আমরা তওবা করে একদম ভালো মানুষ হয়ে যাবো। কুয়া থেকে কোন কাফেলা যদি তাকে তুলে নিয়ে যায় তো যাবে। সিদ্ধান্ত ঠিক করে পরদিন সকালে তারা বাবা ইয়াকুব (আঃ)কে বলল, "আব্বাজান, আজ আমরা আমাদের পশুর পাল

www.pathagar.com

নিয়ে দূরের এক বাগানের কাছে যাব। ইউসুফকে দেন আমাদের সাথে। ও একটু দৌড়াদৌড়ি করবে খেলাধুলা করবে, ফলটল খাবে! ওর খুব ভালো লাগবে।"ইয়াকুব (আঃ) প্রথমে রাজি হলেন না। বললেন, "না না ওর যাওয়ার দরকার নেই। তোমরা পশুর পাল নিয়ে ব্যস্ত থাকবে, ও ছোট্ট মানুষ নেকড়ে ওকে ধরে নিয়ে যাবে।"

দশ ছেলে প্রতিবাদ করে। "কি যে বলেন, আব্বা? ওর বয়স পনের ষোল বছর, ওকি এখনও সেই ছোট্ট নাকি? আর আমরা আছি না? আমাদের মতো দশটা ভাই থাকতে নেকড়ে ওর কাছে আসতে সাহস পাবে?" এক একজন এক এক যুক্তি দেখাতে লাগলো। অগত্যা কি আর করা? অনিচ্ছাকৃতভাবে ইয়াকুব (আঃ) রাজি হয়ে গেলেন।

ভাইদের সাথে যেয়ে ইউসুফেরও খুব ভাল লাগতে লাগলো। উন্মুক্ত পরিবেশে কিছুক্ষণ দৌড়াদৌড়ি করল। তারপর ইউসুফের ভাইয়েরা জামা খুলে নিয়ে নির্দয়ভাবে কুয়ার মধ্যে ফেলে দিল। মহান আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা ওহীর মাধ্যমে তখনই ইউসুফকে জানালেন, "এক সময় আসবে যখন তুমি তাদেরকে তাদের এ কৃতকর্মের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। তাদের কাজের ফলাফল সম্পর্কে তারা জানে না। (সূরা ইউসুফ- ১৫)

এরপর তারা ইউসুফের জামায় কোনো পশুর রক্ত মাখিয়ে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাপের কাছে এসে বলল, "হায়! হায়! আব্বাজান আমরা দৌড় প্রতিযোগিতা করছিলাম ইউসুফকে আমাদের মালসামানার কাছে বসিয়ে রেখে। আর বেশ কিছুদূর চলে যেতেই একটি নেকড়ে এসে ইউসুফকে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলে। আপনি হয়ত বিশ্বাস করবেন না কিন্তু আমরা সত্য কথাই বলছি। "ইয়াকুব (আঃ) নিদারুণ আঘাত পেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন এটা বানোয়াট কথা। তাঁর হিংসুটে ছেলেরা ঘটনাটা সাজিয়ে তার সামনে পেশ করছে। মর্মাহত হয়ে তিনি বললেন, "বরং তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি বড় কাজকে সহজ করে দিয়েছে। ঠিক আছে আমি সবর করব এবং খুব ভালো করেই সবর করব। তোমরা যে কথা সাজাচ্ছ তার উপর একমাত্র আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাওয়া যেতে পারে।" (সূরা ইউসুফ- ১৮)

এদিকে মিশরগামী একটি কাফেলা এইদিক দিয়েই যাচ্ছিল। যে অন্ধকূপে ইউসুফকে ফেলে দিয়েছে সেই কূপেই তারা পানি তোলার জন্য ডোল নামিয়ে দিল। আর তখনই ইউসুফ ডোল ধরে উপরে উঠে এল। কাফেলার লোকেরা তাকে দেখে খুশী হয়ে গেল। তারা তাকে সাথে করে নিয়ে এলো মিশরে। মিশরের এক পদমর্যাদা সম্পন্ন অফিসারের কাছে তাকে তারা বিক্রি করল।

www.pathagar.com

বাইবেলে এই ব্যক্তির নাম লেখা হয়েছে "পোটিফর"। কুরআন মজিদ এই ব্যক্তিকে আযিয নামে উল্লেখ করেছে। আল কুরআনে এক জায়গায় ইউসুফের জন্যও এই উপাধি ব্যবহার করা হয়েছে। আযীয মানে হচ্ছে এমন কর্তৃত্বসম্পন্ন ব্যক্তি যার ক্ষমতাকে প্রতিহত করা যায় না।

ইউসুফের নতুন জীবন

মিশরের যে ব্যক্তি তাকে কিনেছিলেন তিনি ছিলেন মিশর বাদশাহর প্রধান সেনাপতি। কিংবা অর্থ বিভাগের প্রধান। ইউসুফের বয়স এই সময় ১৭ বছর। আযীয তার গাম্ভির্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব দেখে বুঝতে পেরেছিলেন যে, এ যুবক গোলাম বা দাস শ্রেণীর কেউ নন বরং কোনো অভিজাত পরিবারের আদরের দুলাল এবং অবস্থার আবর্তন তাকে এখানে টেনে এনেছে। তাকে কেনার সময়ই তিনি সওদাগরদের বলেন, এ ছেলে তো কোনো গোলাম বলে মনে হচ্ছে না। আমার সন্দেহ হচ্ছে তোমরা একে কোথাও থেকে চুরি করে এনেছ। এ কারণে আযীয তার সাথে দাস সুলভ আচরণ করেননি। বরং তার উপর নিজ গৃহের এবং যাবতীয় সম্পদ-সম্পত্তির পরিচালনার একচ্ছত্র দায়িত্ব অর্পণ করেন।" (তাফহিমুল কুরআন- সূরা ইউসুফ)

এতদিন পর্যন্ত ইউসুফ (আঃ) এর জীবন গড়ে উঠেছিল বিজন মরু প্রান্তরে আধা যাযাবার ও পশুপালকদের পরিবেশে। কেনান ও উত্তর আরব এলাকায় সে সময় কোনো সংগঠিত ও তেমন কোন বড় ধরনের উন্নতি লাভ করেনি। সেখানে ছিল কিছু সংখ্যক স্বাধীন উপজাতির বাস। তারা মাঝে মাঝে এক এলাকা ছেড়ে অন্য এলাকায় গিয়ে বসবাস করতো। আবার কোনো কোনো উপজাতি বিভিন্ন এলাকায় স্থায়ী বসতি নিয়েছিল। এখানে ইউসুফ (আঃ) যে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভ করেছিলেন তাতে-অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত ছিল বেদুইন জীবনের সদগুণাবলী এবং ইব্রাহীম (আঃ) পরিবারের আল্লাহমুখী জীবন চিন্তা ও ধর্মচিন্তা। কিন্তু মহান আল্লাহ সমসাময়িক বিশ্বের সবচেয়ে সুসভ্য ও উন্নত দেশ মিশরে তার মাধ্যমে যে কাজ নিতে চাচ্ছিলেন এবং এজন্য যে পর্যায়ে জানাশোনা, অভিজ্ঞতা ও গভীর অন্তরদৃষ্টি প্রয়োজন ছিল তার বিকাশ সাধনের কোনো সুযোগ বেদুইন জীবনে ছিল না। তাই আল্লাহ তাঁর সর্বময় ক্ষমতা বলে তাকে মিশর রাজ্যের একজন বড় সরকারী কর্মচারীর কাছে পৌছিয়ে দিলেন। আর তিনি (আযীয) তাঁর অসাধারণ যোগ্যতা দেখে তাঁকে নিজের গৃহ ও ভূসম্পত্তির দেখাশোনা ও পরিচালনার একচ্ছত্র কর্তৃত্ব দান করলেন। এভাবে ইতিপূর্বে তাঁর যেসব যোগ্যতাকে কোনো কাজে লাগানো হয়নি তার পূর্ণ বিকাশ লাভ করার সুযোগ

www.pathagar.com

পেয়ে গেলো। ছোট একটি জমিদারী পরিচালনার মাধ্যমে তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করলেন তা আগামীতে একটি বড় রাষ্ট্রের আইন শৃঙ্খলা ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য প্রয়োজন ছিল।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বলেন, মিশরে যে ব্যক্তি তাকে কিনেছিল সে তার স্ত্রীকে বললো, "একে ভালোভাবে রাখো! বিচিত্র নয় সে আমাদের জন্য উপকারী প্রমাণিত হবে এবং আমরা তাকে পুত্র বানিয়ে নেব। এভাবে আমি ইউসুফের জন্য সে দেশে প্রতিষ্ঠা লাভের পথ বের করে দিলাম এবং তাকে সমস্যা ও বিষয়াবলী অনুধাবন করার জন্য যথোপযোগী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করলাম।" (সূরা ইউসুফ- ২১)

ভাইয়েরা যখন ইউসুফকে কূপের মধ্যে ফেলে দেয় তখন তার বয়স ১৭ বছর। তারপর কাফেলার সাথে বিভিন্ন দেশ ঘুরে ফিরে মিশরের আযীযের সান্নিধ্যে আসেন তখন তার বয়স ১৮ বছর।

আযীযের স্ত্রীর ষড়যন্ত্র :

বছর দুই তিনি এই পরিবারে ছিলেন। কিন্তু এর মধ্যে একটা বিরাট বিপত্তি ঘটে গেল। আযীযের স্ত্রী ইউসুফের প্রতি আসক্ত হয়ে গেল। প্রথম দর্শনেই সে তাঁর রূপ সৌন্দর্য দেখে অভিভূত হয়ে যায়। ইউসুফকে প্রলুব্ধ করার জন্য মহিলা বিভিন্নভাবে চেষ্টা করে। ইউসুফের প্রেমে সে যেন পাগলপারা হয়ে যায়। এই অসম প্রেম কাহিনীতে এলাকায় ঢি ঢি পড়ে যায়। শহরের অন্যান্য অভিজাত পরিবারের মেয়েরা যারাই তাকে দেখেছে তারাই তাকে ভালোবেসে ফেলেছে। কিছু মহিলা আযীযের স্ত্রীকে ধিক্কার দিয়ে বলেছে, "ছি! ছি! এ কেমন কথা যে নিজের গোলামের প্রেমে পাগল হয়ে যেতে হবে- হোকনা সে যতই সুন্দর।

এসব কথা শুনে আযীযের স্ত্রী মনে মনে খুব গোস্সা হল। যারা তার নিন্দা করেছে সে তাদের সবাইকে তার বাড়িতে খাবার দাওয়াত দিল। খাওয়া দাওয়া শেষে সে সবার হাতে একটা ধারালো ছুরি আর ফল দিলো কেটে খাওয়ার জন্য। আর ইউসুফকে তাদের সামনে আসতে বলল। ইউসুফ তাদের সামনে আসতেই তারা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল। তারা ফল কাটতে গিয়ে নিজেদের হাত কেটে ফেলল। তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠল, "আল্লাহর কি অপার মহিমা! এতো মানুষ না! এতো এক মহিমান্বিত ফেরেশতা! তখন আযীযের স্ত্রী বলল, "এখন তোমরাই বলো আমি কি করব? তবে এ কথা সত্যি, সে যদি আমার কথা না মানে তবে আমি তাকে কারাগারে পাঠাব।"

এই ঘটনা থেকে তৎকালীন মিশরের উচ্চ ও অভিজাত সমাজের নৈতিক অবক্ষয় কোথায় যেয়ে ঠেকেছিল তা অনুমান করা যায়। এ কথা সুস্পষ্ট আযীযের স্ত্রী

www.pathagar.com

যাদের দাওয়াত দিয়েছিল তারা নিশ্চয়ই নগরের আমীর ওমরাহ ও বড় বড় সরকারি কর্মকর্তাদের স্ত্রী কন্যারাই ছিলো। এইসব উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ভদ্র মহিলাদের সামনে সে নিজের প্রিয় যুবককে পেশ করল। তার সুদর্শন যৌবনোদ্ভিন্ন দেহ সুষমা দেখিয়ে সে তাদের কাছে এ স্বীকৃতি চাইলো যে আমি যা করেছি ঠিকই করেছি। তারপর এসব পদস্থ ব্যক্তিবর্গের স্ত্রী কন্যারা নিজেদের কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করলো যে, সত্যিই এ ধরনের অবস্থায় তাদের প্রত্যেকে ঠিক তাই করত যা আযীযের স্ত্রী করেছে। আবার অভিজাত মহিলাদের ভরা মজলিসে মেজবান সাহেবা একথা ঘোষণা করতে একটুও লজ্জাবোধ করলো না যে, যদি এই যুবক তার প্রেমে সাড়া না দেয় তাহলে সে তাকে জেলে পাঠিয়ে দেবে।

আধুনিক প্রগতিশীলতা

এতে কিন্তু একটা বিষয় স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, ইউরোপ ও আমেরিকা এবং তাদের অন্ধ অনুসারীরা আজকে নারী স্বাধীনতা এবং নারীদের অবাধ বিচরণ ও মেলামেশা ও নির্লজ্জতাকে এই একবিংশ শতাব্দীর প্রগতিশীলতার অবদান মনে করে। তা আসলে কোনো নতুন জিনিস নয়। অনেক পুরাতন, প্রাচীন জিনিস। অতি প্রাচীনকালে দাকিয়ানুসের শাসনেরও বহু বৎসর আগে মিশরে ঠিক একই রকম শানশওকতের সাথে বেহায়াপনার প্রচলন ছিল যেমন আজকের এ প্রগতিশীলতার যুগে আছে।

সৌন্দর্যই তার অপরাধ

এই সময় তার সৌন্দর্যের আলোচনা ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র রাষ্ট্রে। সারা শহরের অভিজাত পরিবারের মেয়েরা তার প্রেমে যেন দিশাহারা হয়ে যায়। এই অবস্থায় এ আল্লাহ বিশ্বাসী যুবক সাফল্যের সাথে সমস্ত শয়তানী চক্রান্তের মোকাবেলা করেন। আযীযের স্ত্রী তো তাকে সরাসরি আক্রমণই করে বসে। সে দৌড়ে পালাতে গেলে মহিলা পিছন থেকে তার জামা টেনে ধরে এবং জামা ছিঁড়ে যায়। ঐ মুহূর্তে আযীযের হাতেনাতে ধরা পড়ে আযীযের স্ত্রী বলল, হে আযীয, তোমার দাস অসৎ মনোবৃত্তি নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এসেছে। একে কারাগারে পাঠানোর ব্যবস্থা করো।" ইউসুফ দৃঢ়ভাবে তার উপর আরোপিত অপবাদকে অস্বীকার করল। তখন ঐ মহিলার পরিবারেরই এক বিজ্ঞ ব্যক্তি বললেন, "যদি ইউসুফের জামা সামনের দিক থেকে ছেঁড়া থাকে তাহলে মহিলাটি সত্য কথা বলেছে এবং ইউসুফ অপরাধি। আর যদি তার জামা

www.pathagar.com

পেছনের দিক থেকে ছেঁড়া থাকে তাহলে মহিলা মিথ্যাবাদী এবং ইউসুফ নির্দোষ।" তখন আযীয দেখলেন ইউসুফের জামা পেছন দিক থেকেই ছেঁড়া। প্রমাণিত হলো আযীযের স্ত্রীই অপরাধী। আযীয ঐ মুহূর্তে স্ত্রীকে ধমক দিয়ে ইউসুফকে কিছু মনে না করার পরামর্শ দিয়ে সরিয়ে দিলেও পরবর্তিতে ইউসুফকে কারাগারে পাঠানোই যুক্তিসংগত বলে মনে করলেন। ইউসুফ তখন দোয়া করতে লাগলেন এই বলে- "হে আমার রব! এরা আমাকে দিয়ে যে কাজ করাতে চাচ্ছে তার চাইতে কারাগারই আমার কাছে প্রিয়। আর যদি তুমি এদের চক্রান্ত থেকে আমাকে না বাঁচাও তাহলে আমি এদের ফাঁদে আটকে যাবো এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হবো।" আসলে এই সময় ইউসুফ (আঃ) এর নৈতিক প্রশিক্ষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সংকটময় অধ্যায় ছিল। বিশ্বস্ততা, আমানতদারী, চারিত্রিক নিষ্কলুষতা, সত্যনিষ্ঠা, অকপটতা, সংযম ও চিন্তার ভারসাম্যের অসাধারণ গুণাবলী এ পর্যন্ত তাঁর মধ্যে সুপ্ত ছিল এবং এ সম্পর্কে তিনি নিজেও বেখবর ছিলেন। এ কঠোর পরীক্ষার সময় এ গুণগুলো সবই তাঁর মধ্যে বিকশিত হয়ে উঠলো। এগুলো পূর্ণশক্তিতে কাজ করতে থাকলো। তিনি নিজেও জানতে পারলেন তাঁর মধ্যে কোন্ কোন্ শক্তি আছে এবং তাদেরকে তিনি কোন্ কোন্ কাজে লাগাতে পারেন।

কারাগারে ইউসুফ

ইউসুফ সম্পূর্ণ নির্দোষ তা জানা সত্ত্বেও তারা তাঁকে কারাগারেই নিক্ষেপ করল। এভাবে হযরত ইউসুফকে কারাগারে নিক্ষেপ করা আসলে তাঁর নৈতিক বিজয় এবং মিশরে সমগ্র অভিজাত ও শাসক সমাজের চূড়ান্ত নৈতিক পরাজয়ের ঘোষণা ছিল। হযরত ইউসুফ তখন কোনো অজ্ঞানামা ও অপরিচিত লোক ছিলেন না। সারাদেশে বিশেষত সাধারণ সব মহলেই তিনি পরিচিতি লাভ করেছিলেন। যে ব্যক্তির আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের প্রতি দু-একটি নয়, অধিকাংশ অভিজাত পরিবারের মহিলারা প্রণয়াসক্ত এবং যার মন মাতানো ও চোখ ধাঁধানো সৌন্দর্যের তীব্র আকর্ষণে নিজেদের দাম্পত্য জীবন ধ্বংস হতে দেখে মিসরের শাসকরা তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করেই নিজেদের ঘর-সংসার সামলাবার ব্যবস্থা করেছিল। এমন ব্যক্তিত্ব কখনো কারো অজানা থাকতে পারে না একথা সহজেই অনুমান করা যায়। নিশ্চয়ই ঘরে ঘরে তার কথা আলোচিত হতো। সাধারণ জনগণও জেনেছিল। এ ব্যক্তিকে তাঁর কোনো অপরাধের কারণে কারাগারে পাঠানো হয়নি বরং মিশরের অভিজাত লোকেরা নিজেদের স্ত্রী-কন্যাদের নিয়ন্ত্রণে রাখার পরিবর্তে এই নিরপরাধীকে কারাগারে পাঠানো সহজ ছিল বলেই তাকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

www.pathagar.com

এ ঘটনা থেকে একথাও জানা গেলো কোনো ব্যক্তিকে ইনসাফের শর্ত অনুযায়ী আদালতে অপরাধী প্রমাণ না করেই খেয়ালখুশীমত গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠিয়ে দেওয়া বেঈমান শাসকদের পুরাতন রীতি। এ ব্যাপারেও আজকের শয়তানরা চার হাজার বছর আগের শয়তানদের থেকে খুব বেশি আলাদা নয়। পার্থক্য শুধু এতটুকুই, তারা গণতন্ত্রের নাম নিত না। আর এরা নিজেদের কার্যকলাপের সাথে গণতন্ত্রের নাম নেয়। আগের জালেম শাসকরা কোনো আইন ছাড়াই বে-আইনি কার্যকলাপ করত। আর এরা প্রতেকটি অবৈধ অন্যায় কাজের জন্য প্রথমে একটি আইন তৈরি করে নেয়। তারা পরিষ্কার নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য মানুষের উপর যুলুম অত্যাচার করতো আর এরা যার ওপর যুলুম নির্যাতন চালায় তার সম্পর্কে দুনিয়াবাসীকে বুঝাবার চেষ্টা করে যে এই ব্যক্তির জন্য দেশ ও জাতির সমূহ আশংকা। মোট কথা আগের অত্যাচারী শাসকরা শুধু জালেম ছিল আর বর্তমানের এরা জালেম সেই সাথে মিথ্যুক এবং নির্লজ্জও।

হযরত ইউসুফকে যখন কারাগারে পাঠানো হয় তখন তার বয়স ছিল খুব সম্ভব ২০/২১ বছর। ঘটনা আপাতত এখানেই থেমে যায়। মিশর দ্বন্দে ছন্দে ভালোই চলতে থাকে। ইউসুফ প্রেমিকেরা ইউসুফের উপর প্রতিশোধ নিতে পেরে বোধ হয় ভালো মতোই সংসারে মনোযোগী হয়ে যায়।

ইউসুফ এখন কারাগারে

ইউসুফের সাথে আরও দুই যুবক কারাগারে প্রবেশ করে। তারা রাজ কর্মচারী ছিল। খুব সামান্য কারণে বিনা বিচারেই তাদের কারাগারে পাঠানো হয়। একদিন তারা ইউসুফকে বলে, 'আমি স্বপ্ন দেখেছি যে আমি মদ তৈরি করছি।" আর একজন বলল, 'আমি স্বপ্ন দেখেছি, আমার মাথায় রুটি বহন করছি আর তা থেকে পাখিরা ঠুকরে খাচ্ছে।" তারা উভয়ে বলল, আমাদের তা'বির বলে দিন। আমাদের দৃষ্টিতে আপনি অতি উত্তম মানুষ। ইউসুফ তাদের কথা শুনে বললেন, "তোমাদের যে খাবার এখানে দেওয়া হয়, তা আসার আগেই আমি তোমাদের স্বপ্নের তাৎপর্য বলে দেব।

তাই এর মধ্যে তোমরা কয়েকটি জরুরি কথা শুনো। আমি যে কথাগুলো তোমাদের বলব, সেগুলো আমার প্রভু (আল্লাহ) আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। আমি বর্জন করেছি সেইসব লোকদের মত ও পথ যারা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে না এবং আখিরাতের প্রতি অবিশ্বাসী। আমি অনুসরণ করছি আমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের মতাদর্শ। (সেই আদর্শ হলো) আমরা আল্লাহর

www.pathagar.com

সাথে আর কারো অংশিদারিত্ব আরোপ করতে পারি না। আসলে এটা আমাদের এবং মানব জাতির প্রতি আল্লাহর এক বিরাট অনুগ্রহ যে তিনি মানুষকে একমাত্র তাঁর ছাড়া আর কারো দাস হিসাবে সৃষ্টি করেন নি।) তা সত্ত্বেও অধিকাংশ মানুষই তাঁর শোকর আদায় করে না। হে আমার কারাগারের সাথীরা! তোমরা নিজেরাই ভেবে দেখো, ভিন্ন ভিন্ন বহুসংখ্যক রব ভালো না এক আল্লাহ, যিনি সবার ওপর বিজয়ী। তাকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের বন্দেগী করছ তারা শুধুমাত্র কতকগুলো নাম ছাড়া আর কিছুই নয়, যে নামগুলো তোমরা ও তোমাদের পিতৃ পুরুষেরা রেখেছো, আল্লাহ এগুলোর পক্ষে কোনো প্রমাণ পাঠান নি। শাসন কর্তৃত্ব আল্লাহ ছাড়া আর কারোরই নেই। তাঁর হুকুম তোমরা তাঁর ছাড়া আর কারোর বন্দেগী করবে না। এটাই সরল সঠিক জীবন পদ্ধতি, কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।"

উপরোক্ত ভাষণটিই নবী হিসাবে ইউসুফ (আঃ) এর প্রথম ভাষণ। এই সময়ই প্রথম তিনি নিজের আসল পরিচয় প্রকাশ করেন। এর আগে আমরা দেখেছি তিনি যেসব অবস্থার সম্মুখীন হয়েছেন অত্যন্ত ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার সাথে সেগুলো গ্রহণ করেছেন। যখন কাফেলার লোকেরা তাকে ধরে গোলাম বানালো, যখন তিনি মিশরে আনীত হলেন, যখন তাঁকে মিশরের আযীযের কাছে বিক্রি করা হলো, যখন তাকে কারাগারে পাঠানো হলো এর মধ্যে তিনি কখনো বলেননি যে তিনি ইবরাহীম (আঃ) এর প্রপৌত্র, ইসহাক (আঃ) এর পৌত্র এবং ইয়াকুব (আঃ) এর পুত্র। তার বাপ-দাদা কেউ অপরিচিত ছিলেন না। তৎকালীন মিশরবাসীরা এই তিন মহাপুরুষের নাম জানত। কিন্তু হযরত ইউসুফ (আঃ) বিগত চার পাঁচ বছর ধরে যে সব অবস্থার সম্মুখীন হয়েছেন তা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কখনো বাপ-দাদার নাম নেননি। সম্ভবত তিনি নিজেও জানতেন, আল্লাহ তাকে যা বানাতে চান সে জন্য তাঁকে এসব অবস্থার মধ্যদিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। শেষ পর্যন্ত শুধুমাত্র নিজের দাওয়াত ও তাবলীগের খাতিরে তিনি এ সত্যটি সামনে তুলে ধরলেন যে, তিনি কোনো নতুন ও অভিনব দীন পেশ করছেন না বরং তওহীদ প্রচারের এমন একটি বিশ্বজনীন আন্দোলনের সাথে তার সম্পর্ক রয়েছে যার নেতা হচ্ছেন ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুব (আঃ)।

তারপর তিনি নিজের বক্তব্য পেশ করার জন্য যেভাবে সুযোগ সৃষ্টি করেছেন তা থেকে আমরা প্রচার কৌশলের ব্যাপারে একটা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা লাভ করি। দু'জন লোক তাদের স্বপ্ন বর্ণনা করেছে- তারা নিজেদের ভক্তি ও শ্রদ্ধার কথা প্রকাশ করে তার তা'বীর জিজ্ঞেস করছে। জবাবে তিনি বলছেন, তা'বির তো আমি অবশ্যই বলব। কিন্তু তার আগে শুনে রাখো, যে জ্ঞানের মাধ্যমে আমি তোমাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেব তার উৎস কি? এভাবে তাদের কথার মধ্যথেকে

www.pathagar.com

নিজের কথা বলার সুযোগ সৃষ্টি করে তিনি তাদের সামনে নিজের দীন পেশ করেন। কোনো ব্যক্তি যদি সত্য প্রচারের ফিকিরে লেগে যায় তাহলে সে সুযোগের জন্য ওঁৎ পেতে বসে থাকে এবং সুযোগ পাওয়ার সাথে সাথেই নিজের কাজ শুরু করে দেয়।

মানুষের সামনে দীনের দাওয়াত পেশ করার সঠিক পদ্ধতি কি তা এখান থেকে জানা যায়। হযরত ইউসুফ (আঃ) সুযোগ পেতেই তাওহিদ ও শিরকের পার্থক্য তুলে ধরেন। তারপর তিনি তাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা করে বলেন, "তোমাদের একজন নিজের প্রভুকে (মিশর রাজ) মদ পান করাবে আর অপরজনকে শূলবিদ্ধ করা হবে এবং পাখি তার মাথা ঠুকরে ঠুকরে খাবে।"

যে মুক্তি পাবে ইউসুফ তাকে বলল, "তোমার প্রভুকে (মিশর রাজ) আমার কথা বলো।" কিন্তু শয়তান তাকে এমন গাফেল করে দিল যে, সে মিশরের বাদশাহকে ইউসুফের কথা বলতে ভুলেই গেল। এরপর বেশ কয়েক বছর তিনি কারাগারেই পড়ে রইলেন।

বাদশাহর স্বপ্ন

একদিন মিশরের বাদশাহ বলল, "আমি স্বপ্ন দেখেছি সাতটি মোটা গাভীকে সাতটি পাতলা গাভী খেয়ে ফেলেছে এবং সাতটি সবুজ শীষ ও সাতটি শুকনা শীষ। হে সভাসদবৃন্দ। আমাকে এ স্বপ্নের তা'বীর বলে দাও। যদি তোমরা স্বপ্নের মানে বুঝে থাকো।" সভাসদ ও জ্ঞানীগুণীরা বলতে লাগলো, এসব অর্থহীন স্বপ্ন। এর কোনো মানে আমরা বুঝতে পারছি না।" তখন সেই কয়েদী যাকে ইউসুফ বলেছিলেন, 'তুমি তোমার প্রভুকে মদ পান করাবে। তার মনে পড়ল ইউসুফের কথা।' সে বলল, 'এই স্বপ্নের তা'বীর বলার মতো একজন আছে। সে থাকে কারাগারে। আমাকে একটু কারাগারে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিন। আমি তাঁর কাছ থেকে শুনে আপনাকে জানাচ্ছি।'

সে কারাগারে এসে ইউসুফকে বলল, "হে ইউসুফ! হে সত্যবাদীতার প্রতীক! এই স্বপ্নের তাৎপর্য আমাদের বলে দিন। সাতটি মোটাতাজা গরু, তাদের খেয়ে ফেলছে সাতটি শুকনো গরু। আর ফসলের সবুজ সাতটি শীষ এবং শুকনো সাতটি শীষ।' এর তাৎপর্য বলে দিন, যাতে করে আমি ফিরে গিয়ে তাদের বলতে পারি এবং তারা যেন আপনার সম্পর্কে জানতে পারে।" অর্থাৎ তারা আপনার মর্যাদা ও মূল্য বুঝতে পারবে। তারা অনুভব করতে পারবে কত উঁচুদরের ব্যক্তিত্বকে তারা কোথায় আটকে রেখেছে। এভাবে আপনার সাথে

www.pathagar.com

কারাবাসের সময় আমি যে ওয়াদা করেছিলাম তা পূর্ণ করার সুযোগ আমি পেয়ে যাবো।

তখন ইউসুফ বললেন, "তোমরা সাত বছর পর্যন্ত লাগাতার চাষাবাদ করতে থাকবে। এ সময় তোমরা যে ফসল কাটবে তা থেকে সামান্য পরিমাণ তোমাদের আহারের প্রয়োজনে বের করে নেবে এবং বাদবাকি সব শীষ সমেত রেখে দেবে। তারপর সাতটি বছর আসবে বড়ই কঠিন (দুর্ভিক্ষের) সাত বছর। এ সময় জনগণ পূর্বে মওজুতকৃত ফসল খাবে। এর থেকে তোমরা সঞ্চয় রাখলে সামান্যই রাখতে পারবে। এরপর আসবে এমন একটি বছর, যে বছর মানুষ লাভ করবে প্রচুর বৃষ্টিপাত এবং তারা অনেক রস নিংড়াবে।" রস সিংড়াবে মানে এখানে এই শব্দের মাধ্যমে পরবর্তীকালে চতুর্দিকের এমন শষ্য শ্যামল তরতাজা পরিবেশ বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য যা দুর্ভিক্ষের পর রহমতের বারিধারা ও নীলনদের জোয়ারের পানি সিঞ্চনের মাধ্যমে সৃষ্টি হবে। জমি ভালোভাবে পানিসিক্ত হলে তেল উৎপাদনকারী বীজ, রসাল ফল ও অন্যান্য ফল ফলাদি বিপুল পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং ভালো ঘাস খাওয়ার কারণে গৃহপালিত পশুরাও প্রচুর পরিমাণে দুধ দেয়।

সেই লোক যখন বাদশাহ'র কাছে ফিরে গিয়ে সব বলল, তখন বাদশাহ তাকে বললেন, "ইউসুফকে আমার কাছে আনো। কিন্তু বাদশাহর দূত যখন ইউসুফের কাছে পৌঁছাল তখন সে বলল, তোমার প্রভুর কাছে ফিরে যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস করো, যে মহিলারা হাত কেটে ফেলেছিল তাদের ব্যাপারটা কি? আমার রব তো তাদের চক্রান্ত সম্পর্কে সবকিছু জানেন। (সূরা ইউসুফ- ৫০)

অর্থাৎ আমার রব আল্লাহতো আগে থেকেই জানেন যে, আমি নিরপরাধ। কিন্তু তোমাদের বাদশাহ ও আমার মুক্তির পূর্বে যে কারণে আমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছে সে ব্যাপারটি পুরোপুরি অনুসন্ধান করে নেওয়া উচিত। কারণ আমি কোনো সন্দেহ ও অপবাদের কলংক মাথায় নিয়ে মানুষের সামনে যেতে চাই না। আমাকে মুক্তি দিতে চাইলে আগে আমি যে নিরপরাধ ছিলাম একথাটি সর্বসমক্ষে প্রমাণিত হওয়া উচিত। আসল অপরাধী ছিল তোমাদের রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ। তারা নিজেদের স্ত্রীদের অসচ্চরিত্রতার বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে আমার নিরপরাধ সত্তা ও নিষ্কলংক চরিত্রের ওপর। হযরত ইউসুফ (আঃ) তাঁর এ দাবীকে যে ভাষায় পেশ করেছেন তা থেকে সুস্পষ্টভাবে একথা প্রকাশিত হয় যে, আযীযের স্ত্রীর ভোজের মজলিসে যে ঘটনা ঘটেছিলো সে সম্পর্কে মিশরের বাদশাহ পুরোপুরি অবগত ছিলেন। আর সেটি এমন একটি বহুল প্রচারিত ঘটনা ছিল যে সেদিকে কেবলমাত্র একটি ইংগিতই যথেষ্ট ছিল।

www.pathagar.com

নতুন করে তদন্ত

দূতের মুখে একথা শুনে বাদশাহ সেই মহিলাদের ডাকলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা যখন ইউসুফকে অসৎ কাজে প্ররোচিত করার চেষ্টা করেছিলে তোমাদের তখনকার অভিজ্ঞতা কি?" তারা সবাই একবাক্যে বলল, "আল্লাহর কি অপার মহিমা! আমরা তার মধ্যে অসৎ প্রবণতার গন্ধই পাইনি। আযীযের স্ত্রী বলে উঠল, "এখন সত্য প্রকাশ হয়ে গেছে। আমিই তাকে ফুসলাবার চেষ্টা করেছিলাম। সে একদম সত্যবাদী। (সূরা ইউসুফ- ৫১)

এই স্বীকারোক্তিগুলো আট নয় বছর আগের ঘটনাবলীকে আবার নতুন করে তরতাজা করে দিয়েছিল, হযরত ইউসুফ (আঃ) এর ব্যক্তিত্ব কারাজীবনের দীর্ঘকালীন বিস্মৃতির পর আবার অকস্মাত বিপুলভাবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। মিশরের সমস্ত অভিজাত, মর্যাদাশীল ও মধ্যবিত্ত সমাজে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যেও তাঁর নৈতিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

বাদশাহ সাধারণ ঘোষণার মাধ্যমে সারা দেশের জ্ঞানী-গুণী, আলেম ও পীরদের একত্র করেছিলেন এবং তারা সবাই তার স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে অক্ষম হয়েছিল। এরপর হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ব্যাখ্যা করেছিলেন। এ ঘটনার ফলে সারা দেশের জনতার দৃষ্টি আগে থেকেই তাঁর প্রতি নিবদ্ধ হয়েছিল। তারপর বাদশাহর তলবনামা পেয়ে যখন তিনি জেলখানা থেকে বাইরে আসতে অস্বীকার করলেন তখন সমগ্র দেশবাসী অবাক হয়ে গিয়েছিল যে, এ আবার কেমন অদ্ভুত প্রকৃতির উচ্চ মনোবল সম্পন্ন মানুষ। যাকে আট নয় বছরের কারাবাসের পর বাদশাহ নিজেই মেহেরবানী করে ডাকছেন এবং তারপরও তিনি ব্যাকুলচিত্তে দৌড়ে আসছেন না। তারপর যখন তারা ইউসুফের কারামুক্তি এবং বাদশাহের সাথে দেখা করতে আসার জন্য পেশকৃত শর্তগুলো শুনলো তখন সবাই এ তদন্তের ফলাফল জানার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকল। এরপর যখন লোকেরা এর ফলাফল শুনলো তখন দেশের প্রত্যেকটি ব্যক্তি ইউসুফকে বাহবা দিল, তাঁর চরিত্রের সুখ্যাতি করল। কাল যারা নিজেদের সমবেত প্রচেষ্টায় তাঁকে কারাগারে পাঠিয়েছিল আজ তাঁর চারিত্রিক নিষ্কলুষতার পক্ষে তারাই সাক্ষ্য দিয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করলে একথা ভালোভাবেই বোঝা যায় যে, সে সময় হযরত ইউসুফের উন্নতির উচ্চ শিখরে উঠার জন্য কেমন অনুকুল পরিবেশ তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

তদন্তের ফলাফল জানার পর হযরত ইউসুফ (আঃ) বললেন, "এ থেকে আমার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, আযীয জানতে পারুক আমি তার অবর্তমানে তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি এবং আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকতাকারীদের চক্রান্ত সফল করেন না।" (সূরা ইউসুফ- ৫২)

www.pathagar.com

মিশরের ক্ষমতাধর

তখন বাদশাহ তার সভাসদদের বললেন, "তাঁকে আমার কাছে আনো, আমি তাঁকে একান্তভাবে নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে নেব।" (সূরা ইউসুফ- ৫৪)

এই নির্দেশ শুনে বাদশাহর দূত হযরত ইউসুফকে (আঃ) বাদশাহর কাছে নিয়ে আসল। বাদশাহ তাঁকে সম্মানের সাথে গ্রহণ করলেন এবং বললেন, "এখন আপনি আমাদের এখানে সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী এবং আপনার আমানতদারীর ওপর আমাদের পূর্ণ ভরসা আছে।"

এরপর বাদশাহ এবং তার সভাসদরা মিশরের পূর্ণ কর্তৃত্ব ইউসুফ (আঃ) এর হাতে অর্পণ করে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বলেন, "এভাবে আমি পৃথিবীতে ইউসুফের জন্য কর্তৃত্বের পথ পরিষ্কার করেছি। সেখানে সে যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করতে পারত।" (সূরা ইউসুফ- ৫৬)

অর্থাৎ এখন সমগ্র মিশর দেশ ছিল তাঁর অধিকারভুক্ত। এ দেশের যে কোনো জায়গায় তিনি নিজের আবাস গড়ে তুলতে পারতেন। তার মানে সেই দেশটির সমগ্র এলাকা তার হাতে সোপর্দ করে দেয়া হয়েছিল। তাফসির শাস্ত্রের প্রখ্যাত ইমাম মুজাহিদ বলেন, 'মিশরের বাদশাহ হযরত ইউসুফের (আঃ) হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তখন থেকে ইউসুফ (আঃ) ই ছিলেন মিশরের প্রকৃত বাদশাহ। হযরত ইউসুফ (আঃ) এর রাজত্বের প্রথম সাত বছর প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়। সামনেই দুর্ভিক্ষের একথা তিনি জানতেন। তাই আগে থেকেই তিনি এমন সব ব্যবস্থা অবলম্বন করেন যার পরামর্শ তিনি স্বপ্নের তা'বীর বলার সময় বাদশাহকে দিয়েছিলেন। এরপর শুরু হয় দুর্ভিক্ষের যামানা। এই দুর্ভিক্ষ শুধু মিশরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নি। আশেপাশের দেশগুলোতেও দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়ে। সিরিয়া, ফিলিস্তিন, পূর্ব জর্দান, দক্ষিণ আরব সব জায়গায় চলে দুর্ভিক্ষ। এই অবস্থায় হযরত ইউসুফের বিচক্ষণ ব্যবস্থাপনার কারণে একমাত্র মিশরে ফল ফসলাদি না ফললেও খাদ্যশস্যের অভাব ছিলনা বরং প্রাচুর্য ছিল। কাজেই প্রতিবেশী দেশগুলোর লোকেরা খাদ্যশস্য সংগ্রহের জন্য মিশরে আসতে বাধ্য হয়। এসময় ফিলিস্তিন থেকে হযরত ইউসুফ (আঃ) এর ভাইয়েরা খাদ্যশস্য কেনার জন্য মিশরে আসে। সম্ভবত হযরত ইউসুফ (আঃ) খাদ্যশস্য বিক্রির এমন ব্যবস্থা গড়ে তোলেন যে বাইরের দেশগুলোর জন্য বিশেষ অনুমতিপত্রের প্রয়োজন হতো এবং নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশি সরবরাহ করা হতো না। আর এ জন্যই ইউসুফের ভাইয়েরা যখন বহির্দেশ থেকে এসে খাদ্য সংগ্রহ করতে চেয়েছিল তখন তাদের বিশেষ অনুমতিপত্র সংগ্রহ করার জন্যই মিশরের বাদশাহ ইউসুফের সামনে হাজির হতে হয়েছিল।

www.pathagar.com

ভাইদের সাথে সাক্ষাত

এই সময় ইউসুফের ভাইয়েরা তাঁকে চিনতে পারেনি। কিন্তু ইউসুফ তাদের চিনেছিলেন। ইউসুফের ভাইয়েরা যে ইউসুফকে চিনতে পারেনি এটা কোনো অযৌক্তিক বা অস্বাভাবিক ব্যাপার না। যে সময় তারা তাঁকে কুয়ায় ফেলে দিয়েছিল তখন তিনি ছিলেন সতের বছর বয়সের এক কিশোর মাত্র। আর এখন প্রায় বাইশ বছর পরের ঘটনা। ইউসুফের বয়স এখন প্রায় উনচল্লিশ বছরের কাছাকাছি। তাছাড়া যে ভাইকে তারা কুয়ায় ফেলে দিয়েছিল সে আজ মিশরের অধিপতি হবে একথা তারা কল্পনাও করতে পারেনি।

দীর্ঘ বিশ বাইশ বছর পরে সৎ ভাইদের কাছে পেয়ে ইউসুফ (আঃ) এর মনের অবস্থা কেমন হয়েছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। বিশেষ করে পিতা ইয়াকুব (আঃ) এবং ছোট ভাই বিনইয়ামিনের খবর জানার জন্য নিশ্চয়ই তার হৃদয়টা অস্থির হয়েছিল। তাই ঐ সময়ে তিনি কথা প্রসঙ্গে সৎ ভাইদের কাছ থেকে বাড়ির খবর সবই জেনে নেন। বৃদ্ধ পিতা এবং ছোট ভাইকে দেখার জন্য পেরেশানী বোধ করেন। যেহেতু সেখানে খাদ্যশস্যের নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা ছিল এবং প্রত্যেক ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্য গ্রহণ করতে পারতো। ইউসুফ তাদের পিতা এবং আর একটি ভাইয়ের নির্ধারিত খাদ্যশস্য নেওয়ার জন্য তাদের সাথে আসতে বলেন। তারা জানায় তাদের পিতা খুবই বৃদ্ধ এবং অন্ধ। আর ভাইটা তাঁদের বৈমাত্রীয় ভাই আর একটা বিশেষ কারণে পিতা তাকে আসতে দিতে চান না।

"তারপর সে যখন তাদের জিনিসপত্র তৈরি করালো এবং যাওয়ার সময় বলল, তোমাদের বৈমাত্রীয় ভাইকে আমার কাছে আনবে, দেখছো না আমি কেমন পরিমাপ পাত্র ভরে দেই এবং আমি কেমন ভালো অতিথিপরায়ণ? যদি তোমরা তাকে না আনো তাহলে আমার কাছে তোমাদের জন্য কোনো শস্য নেই বরং তোমরা আমার ধারে কাছেও এসো না। তারা বললো, "আমরা চেষ্টা করব যাতে আব্বাজান তাকে পাঠাতে রাজি হয়ে যান এবং আমরা নিশ্চয়ই এমনটি করবো। ইউসুফ নিজের গোলামদের ইশারা করে বললেন, ওরা শস্যের বিনিময়ে যে অর্থ দিয়েছে তা চুপিসারে তা ওদের জিনিসপত্রের মধ্যেই রেখে দাও।" ইউসুফ এটা করল এই আশায় যে বাড়িতে পৌঁছে তারা নিজেদের ফেরত পাওয়া অর্থ চিনতে পারবে (অথবা এ দানশীলতার ফলে তারা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হবে) এবং বিচিত্র নয় যে, তারা আবার ফিরে আসবে।" (সূরা ইউসুফ ৫৯-৬২)

www.pathagar.com

এরপর তারা দেশে ফিরে এল অনেক খাদ্য সম্ভার নিয়ে। বাবা ইয়াকুব (আঃ) এর কাছে সব বিবরণ বর্ণনা করল পুংখানুপুংখভাবে। তারা একথাও বললো বিনইয়ামিনকে আগামীবার যাওয়ার সময় সাথে নিয়ে না গেলে আমাদের আর কোনো খাদ্যশস্য দেওয়া হবে না বলে বাদশাহ জানিয়েছেন। আল কুরআনের ভাষায়- "যখন তারা তাদের বাপের কাছে ফিরে গেল তখন বললো, আব্বাজান! আগামীতে আমাদের শস্য দিতে অস্বীকার করা হয়েছে। কাজেই আমাদের ভাইকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন, যাতে আমরা শস্য নিয়ে আসতে পারি এবং অবশ্যই আমরা তার হেফাযতের জন্য দায়ী থাকব।

বাপ জবাব দিলেন, "আমি কি ওর ব্যাপারে তোমাদের ওপর ঠিক তেমনি ভরসা করবো যেমন ইতিপূর্বে তার ভাইয়ের ব্যাপারে করেছিলাম? অবশ্য আল্লাহ সবচেয়ে ভালো হেফাযতকারী এবং তিনি সবচেয়ে বেশি করুণাশীল। তারপর যখন তারা নিজেদের জিনিসপত্র খুললো, তারা দেখলো তাদের অর্থও তাদের ফেরত দেয়া হয়েছে। এ দৃশ্য দেখে তারা চিৎকার করে উঠলো, আব্বাজান আমাদের আর কি চাই। দেখুন এই আমাদের অর্থও আমাদের ফেরত দেয়া হয়েছে। ব্যস এবার আমরা যাবো আর নিজেদের পরিজনদের জন্য রসদ নিয়ে আসবো, নিজেদের ভাইয়ের হেফাযতও করবো এবং অতিরিক্ত একটি উট বোঝাই করে শস্যও আনবো। এ পরিমাণ শস্য বৃদ্ধি অতি সহজেই হয়ে যাবে। তাদের পিতা বললেন, "আমি কখনোই তাকে তোমাদের সাথে পাঠাব না যতোক্ষণ না তোমরা আল্লাহর নামে আমার কাছে অঙ্গীকার করবে। এই মর্মে যে, তাকে নিশ্চয়ই আমার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। তবে হ্যাঁ, তোমরা নিজেরাই যদি আক্রান্ত হয়ে পড়ো তো ভিন্ন কথা। অতঃপর তারা যখন এই মর্মে শপথ করে তাকে কথা দিলো, তখন সে বললো, দেখো আমরা যে বিষয়ে কথা স্থির করলাম, তার সাক্ষী স্বয়ং আল্লাহ।" (সূরা ইউসুফ ৬৩-৬৬)

ইউসুফকে হারানোর পর ইয়াকুব (আঃ) তার এই ছোট ছেলেটিকে ঐ দশ ভাইয়ের ব্যাপারে খুব সতর্ক এবং সাবধান থাকার চেষ্টা করতেন। সেই ছেলেটিকে এখন এদের হাতে ছেড়ে দিতে হবে ভেবে তিনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। যদিও তার আল্লাহর উপর অগাধ আস্থা ছিল এবং সবর ও আত্মসমর্পণের দিক দিয়েও তার স্থান ছিল অনেক উঁচুতে তবুও তো তিনি মানুষই ছিলেন। তিনি হয়ত এই চিন্তায় পেরেশান হয়ে গিয়েছিলেন যে, আল্লাহই ভালো জানেন এখন এ ছেলের চেহারাও আর দেখতে পাবো কিনা। তাই তিনি হয়তো নিজের সাধ্যমতো সতর্কতা অবলম্বন করার ক্ষেত্রে কোনো প্রকার ত্রুটি না রাখতে চেয়েছিলেন।

www.pathagar.com

মিশরে বিনইয়ামিন

অনেক সাবধান ও সতর্ক করার পরে ইয়াকুব (আঃ) বললেন, "হে সন্তানেরা! মিশরের রাজধানীতে এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করো না বরং বিভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করো। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা থেকে আমি তোমাদের বাঁচাতে পারি না...।" (সূরা ইউসুফ- ৬৭)

বিনইয়ামিনকে আটক

ইয়াকুব (আঃ)-এর ছেলেরা কিছুদিন পরে আবার খাদ্যের প্রয়োজনে মিশরে আসলো এবং এবার ইউসুফের ভাইকে সাথে করে নিয়েই আসল। আল কুরআনের ভাষায়, "তারা ইউসুফের কাছে পৌছল সে তার ভাইকে নিজের কাছে আলাদা করে ডেকে নিল এবং তাকে বললো, "আমি তোমার সেই হারানো ভাই। সুতরাং তারা যা করে এসেছে তার জন্য আর দুঃখ করো না।" (সূরা ইউসুফ- ৬৯)

২৫/২৬ বছর পরে ভাইয়ের সাথে দেখা হলে দু'ভাইয়ের মনের অবস্থা কেমন হতে পারে আমরা সহজেই তা অনুমান করতে পারি। ছোট ভাই বিনইয়ামিন নিশ্চয়ই বলে থাকবে তার জীবন থেকে বড় ভাই ইউসুফ হারিয়ে যাওয়ার পর বৈমাত্রিয় ভাইয়েরা তার সাথে কেমন দুর্ব্যবহার করেছে। ইউসুফ তাকে হয়ত এই বলে সান্ত্বনা দিয়েছেন, এখন থেকে তুমি আমার কাছেই থাকবে। ঐ জালেমদের অত্যাচার তোমাকে আর সহ্য করতে হবে না। সম্ভবত এ সময়ই বিনইয়ামিনকে মিশরে আটকে রাখার জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে এবং প্রয়োজনের খাতিরে এখন তা গোপন রাখতে হবে এ ব্যাপারে আলোচনার পর দুভাই একটি সিদ্ধান্তে পৌছে যান।

"যখন ইউসুফ তাদের মালপত্র বোঝাই করাতে লাগলো তখন নিজের ভাইয়ের মালপত্রের মধ্যে নিজের পেয়ালা রেখে দিল। তারপর একজন নকীব চিৎকার করে বলল, হে যাত্রীদল তোমরা চোর। তারা পেছন ফিরে জিজ্ঞেস করল তোমাদের কি হারিয়েছে? সরকারী কর্মচারী বললো, আমরা বাদশাহর পানপাত্র পাচ্ছিনা। যে ব্যক্তি তা এনে দেবে তার জন্য রয়েছে পুরস্কার এক উট বোঝাই মাল। আমি এর দায়িত্ব নিচ্ছি।" এ ভাইয়েরা বলল, "আল্লাহর কসম, তোমরা খুব ভালো ভাবেই জানো আমরা এদেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে আসিনি এবং চুরি করার মতো লোক আমরা নই।" তারা বললো, "আচ্ছা, যদি তোমাদের কথা মিথ্যা প্রমাণিত হয় তাহলে চোরের কি শাস্তি হবে? তারা জবাব দিল, "তার শাস্তি যার মালপত্রের মধ্যে ঐ জিনিস পাওয়া যাবে তার শাস্তি হিসেবে তাকেই

www.pathagar.com

রেখে দেয়া হবে। আমাদের এখানে তো এটাই এ ধরনের জালেমদের শাস্তির পদ্ধতি।" (সূরা ইউসুফ-, ৭০-৭৫)

উপরের আয়াত কয়টি পাঠ করলে চোখের সামনে একটি নাটকীয় চিত্র ভেসে ওঠে- দীর্ঘ দিন বিচ্ছেদের পর দুই ভাই পরস্পরকে চিনতে পেরে নিশ্চয়ই আনন্দের আতিশয্যে পরস্পর পরস্পরকে জড়িয়ে ধরেন। তার দীর্ঘদিনের দুঃখ কষ্টের কত না কথা তারা বলেন। এক পর্যায়ে ভাইকে নিজের কাছে রেখে দেওয়ার জন্য দুই ভাই মিলিয়েই একটা কৌশল অবলম্বন করেন তা হলো, বিনইয়ামিন সহ এগারো ভাইয়ের এগারোটি উট, এগারোটি বোঝা, এগারোটি বোঝার মধ্যে ইউসুফের লোকেরা গোপনে (ইউসুফের নির্দেশে) বিনইয়ামিনের বোঝার মধ্যে ইউসুফের দামী পানপাত্রটি রেখে দেয়। তারা এগারজন যখন এগারটি উট নিয়ে চলতে শুরু করে তখনই একজন রাজকর্মচারী তাদের পেছন থেকে ডেকে বলে "এই যাত্রীদল তোমরা চোর।" থমকে দাড়ায় ইয়াকুব (আঃ)-এর ছেলেরা। তারা নবীর ছেলে, আর যাই হোক চুরি করার মতো নিম্নস্তরের লোক তারা নয়। পেছনে ফিরে রাজ কর্মচারীর কাছে জানতে চায়- "তোমাদের কি হারিয়েছে?" তারা জানায় যে তাদের বাদশাহর মূল্যবান পানপাত্রটি পাওয়া যাচ্ছে না। ইউসুফের ভাইয়েরা যারপরনাই অবাক হয় এবং অপমানিত হয়। তারা বলে যে তারা অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ঘরের লোক তাদের দ্বারা এই জঘন্য কাজ কিছুতেই হতে পারে না। বাদশাহর লোকেরা বলে, যদি তোমাদের মধ্যে কেউ একাজ করে তাহলে তার কি শাস্তি হবে? তারা নির্দ্বিধায় উত্তর দেয়, আমাদের সমাজে তার শাস্তি হলো যে চুরি করবে তাকেই আটকে রাখা।

ইউসুফকে চোরের অপবাদ

এরপর ইউসুফের লোকেরা সবার মালপত্রের মধ্যে তল্লাসী চালাল এবং বিনইয়ামিনের মালপত্রের ভেতর থেকে পানপাত্র বের করে ফেলল। তখন তারা বলল, "সে যদি চুরি করে থাকে তাহলে অবাক হওয়ার কিছু নেই কারণ এর আগে এর ভাইও চুরি করেছিল।"

ভাই বলতে তারা ইউসুফকেই (আঃ) বুঝাচ্ছিল। এই কথার দ্বারা তারা বুঝাতে চাচ্ছিল যে বিনইয়ামিন তাদের ভাই না বরং সে ইউসুফের ভাই। কথিত আছে যে হযরত ইউসুফ (আঃ) একবার তার নানার একটি মূর্তি চুরি করে এনে ভেঙ্গে ফেলেছিলেন।

"ইবনে কাসীর, মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক ও মুজাহিদের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, ইউসুফ (আঃ) এর জন্মের পর কিছুকালের মধ্যেই বেনিইয়ামিন জন্মগ্রহণ করে এবং এই সন্তান প্রসবের সময়ই তাদের মায়ের মৃত্যু হয়। ইউসুফ ও

www.pathagar.com

বেনিয়ামিন মাতৃহীন হয়ে পড়েন। তাদের লালন পালন ফুফুর কোলে সম্পন্ন হতে লাগল। আল্লাহ তায়ালা ইউসুফ (আঃ)কে শিশুকাল থেকেই এমন রূপ-সৌন্দর্য দান করেছিলেন যে, তাকে যেই দেখত সেই আদর করতে বাধ্য হত। ফুফুর অবস্থাও ছিল তাই। তিনি এক মুহূর্তের জন্যেও তাকে দৃষ্টি থেকে দূর হতে দিতেন না এবং দিতে পারতেন না। এদিকে পিতা ইয়াকুব (আঃ) এর অবস্থাও এর চাইতে কম ছিল না। ইউসুফ যখন একটু বড় হলো তখন ইয়াকুব তাকে নিজের কাছে রাখতে চাইলেন। ফুফু প্রথমে কিছুতেই রাজি হলেন না তারপর অনেক পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে পিতার হাতে দিতে রাজি হলেন। কিন্তু ফেরত নেয়ার জন্য গোপনে একটা ফন্দি আটলেন।

ফুফু হযরত ইসহাক (আঃ) এর কাছ থেকে একটা হাঁসুলি পেয়েছিলেন। এটিকে অত্যন্ত মূল্যবান মনে করা হতো। ফুফু এই হাঁসুলিটিই ইউসুফের কাপড়ের নিচে কোমরে বেঁধে দিয়েছিলেন।

ইউসুফ বাবার সাথে চলে যাওয়ার পর ফুফু জোরে সোরে প্রচার শুরু করলেন যে, তার হাঁসুলিটি চুরি হয়ে গেছে। অতঃপর তল্লাশী নেওয়ার পর ইউসুফের কাছ থেকে তা বের হলো। ইয়াকুবী শরিয়তের বিধান অনুযায়ী ফুফু ইউসুফকে গোলাম করে রাখার অধিকার পেলেন। ইয়াকুব (আঃ) যখন দেখলেন যে, আইনত ফুফু ইউসুফের মালিক হয়ে গেছেন তখন তিনি দ্বিরুক্তি না করে ইউসুফকে তার হাতে সমর্পণ করলেন। এরপর ফুফু যতদিন জীবিত ছিলেন ইউসুফ তার কাছেই থাকল।

ইউসুফ যে চুরি করেনি বরং ফুফুর আদরই তাকে ঘিরে এই জাল বিস্তার করেছিল। এই সত্য ভাইদেরও জানা ছিল। ভাইদের অভিযোগে ইউসুফ মনে মনে ভাবলেন এরা তো এখনও আমার পেছনে লেগে আছে! তিনি এ ব্যাপারে কিছুই বললেন না। (মা-আরেফুল কুরআন)

"ইউসুফ তাদের কথা শুনে আত্মস্থ করে ফেললেন। তাদের সামনে কিছু প্রকাশ করলেন না। শুধুমাত্র মনে মনে এতটুকু বললেন, "একেবারে নিকৃষ্ট পর্যায় গিয়ে পৌঁছেছো তোমরা। যে জঘন্য দোষ তোমরা আমার প্রতি আরোপ করলে সে বিষয়ে আল্লাহই সর্বাধিক অবগত আছেন।" (সূরা ইউসুফ- ৭৭)

তারা ইউসুফের দয়া ও করুণা লাভের আশায় আবার বলে, "হে আযীয- এর পিতা অতিশয় বৃদ্ধ, তাই আপনি এর বদলে আমাদের একজনকে রেখে দিন। আমরা আপনাকে বড়ই সদাচারী ব্যক্তি হিসেবে পেয়েছি। ইউসুফ বললেন, "আল্লাহর পানাহ চাই, অন্য কাউকে আমরা কেমন করে রাখতে পারি? যার কাছে আমাদের জিনিস পেয়েছি তাকে ছেড়ে দিয়ে অন্য কাউকে রাখলে আমরা যালেম হয়ে যাবো।" (ইউসুফ- ৭৮)

www.pathagar.com

অর্থাৎ আমরা যদি অপরাধীকে ছেড়ে দেই এবং নিরপরাধীকে আটকে রাখি তাহলে সেটা হবে সীমালংঘন। "যখন তারা আল্লাহ ইউসুফ (আঃ) এর ভাইদের সম্পর্কে জানাচ্ছেন যে, "যখন তারা ইউসুফের কাছ থেকে নিরাশ হয়ে গেল তখন তারা নির্জনে গিয়ে পরামর্শ করতে লাগল। তাদের মধ্যে সবার চেয়ে বয়সে বড় সে বলল, "তোমরা কি জান না তোমাদের পিতা তোমাদের কাছ থেকে আল্লাহর নামে কি অংগিকার নিয়েছেন? এবং ইতিপূর্বে ইউসুফের ব্যাপারে তোমরা যে কথা দিয়েছিলে তা রাখতে পারোনি তাই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আব্বার অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত আমি এদেশ ত্যাগ করবো না। যতোক্ষণ না আল্লাহ নিজেই (বিনইয়ামিনকে মুক্ত করে) আমার দেশে ফেরার ব্যবস্থা করে দেন। কারণ তিনিই তো সর্বোত্তম বিচারক।" তারপর আবার বলল, "তোমরা তোমাদের পিতার কাছে ফিরে গিয়ে বলো- আব্বাজান আপনার ছেলে চুরি করেছে, আমরা তাকে চুরি করতে দেখিনি যতটুকু আমরা জেনেছি শুধু ততটুকুই বর্ণনা করছি। যা দেখি নাই সে বিষয়ে তো আমরা কিছু জানি না। আমরা যে জনপদে ছিলাম তাদের জিজ্ঞাসা করে দেখুন-যে কাফেলার সাথে আমরা এসেছি তাদের জিজ্ঞাসা করে দেখুন। আমরা যা বলছি সত্য বলছি।" (সূরা ইউসুফ ৮০-৮১)

বড় ভাইকে মিশরে রেখে নয় ভাই দেশে ফিরে এসে বাবা ইয়াকুব (আঃ)কে পুরা ঘটনা খুলে বললো। ইয়াকুব এ কাহিনী শুনে বললেন, "আসলে তোমাদের মন তোমাদের জন্য আরো একটি ঘটনাকে সহজ করে দিয়েছে। (অর্থাৎ আমার ছেলের চারিত্রিক সততা সম্পর্কে আমি ভালোভাবেই জানি। তার একটি পেয়ালা চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত হবার কথা মেনে নেয়া তোমাদের জন্য সহজ হতে পারে। ইতিপূর্বে তোমাদের জন্য এক ভাইকে জেনে বুঝে নিখোঁজ করে দেয়া এবং তার পোশাকে কৃত্রিম রক্ত লাগিয়ে আনা তোমাদের জন্য খুব সহজ কাজ হয়েছিল। আর এখন অন্য এক ভাইকে সত্যি সত্যি চোর বলে মেনে নেয়া এবং আমাকে এসে খবর দেওয়াও তেমনি সহজ কাজ হয়ে গেছে।) ঠিক আছে এ ব্যাপারেও আমি সবর করবো এবং ভালো করেই করবো। হয়তো আল্লাহ এদের সবাইকে এনে আমার সাথে মিলিয়ে দেবেন। তিনি সবকিছু জানেন এবং তিনি সর্বময় জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মালিক।" (ইউসুফ- ৮৩)

মহান আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বলেন, !আর ইয়াকুব ছেলেদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলতে লাগলেন, 'হায় ইউসুফ!- সে মনে মনে দুঃখ ও শোকে জর্জরিত হয়ে যাচ্ছিল এবং (কাঁদতে কাঁদতে) তার চোখগুলো সাদা হয়ে গিয়েছিল। ছেলেরা বলল, "আল্লাহর দোহাই আপনিতো শুধু ইউসুফের কথাই স্মরণ করে যাচ্ছেন। অবস্থা এখন এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে তার শোকে

www.pathagar.com

আপনি নিজেকে দিশেহারাকরে ফেলবেন অথবা মারা যাবেন। সে বললো, আমি আমার পেরেশানী এবং আমার দুঃখের ফরিয়াদ আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে করছি না। আর আল্লাহর ব্যাপারে আমি যতটুকু জানি তোমরা তা জান না। হে আমার ছেলেরা তোমরা এবং ইউসুফ ও তার ভাইয়ের ব্যাপারে খোঁজ নাও। আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। তাঁর রহমত থেকে তো একমাত্র কাফেররাই নিরাশ হয়।" অর্থাৎ কঠিন অবস্থার পর মুক্তি পাওয়ার আশা থেকে নিরাশ হয়ো না। কেননা, বিপদ ও সংকটের পর তা থেকে আল্লাহর রহমতে উদ্ধার পাওয়ার ব্যাপারে কেবলমাত্র কাফিররাই নিরাশ হতে পারে।

পুনরায় যখন তারা ইউসুফের কাছে উপস্থিত হলো তখন বলল, "হে আযীয! আমরা ও আমাদের পরিবার পরিজন কঠিন বিপদের মুখোমুখি হয়েছি এবং আমরা সামান্য পুঁজি নিয়ে এসেছি। আপনি আমাদের পূর্ণ মাত্রায় খাদ্য শস্য দিন এবং আমাদের দান করুন। আল্লাহ্ দাতাদেরকে পুরস্কৃত করেন।" (সূরা ইউসুফ- ৮৮)

(একথা শুনে ইউসুফ আর চুপ থাকতে পারলেন না) সে বলল, "তোমরা কি জান, তোমরা ইউসুফ আর তার ভাইয়ের সাথে কিরূপ আচরণ করেছিলে? যখন তোমরা ছিলে অজ্ঞ। তারা চমকে উঠল, বলল, "হায় তুমি-তুমিই ইউসুফ নাকি? সে বলল, হ্যাঁ আমি ইউসুফ আর এ আমার সহোদর। আল্লাহ্ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আসলে কেউ যদি তাকওয়া ও সবর অবলম্বন করে তাহলে আল্লাহর কাছে এ ধরনের সৎলোকদের কর্মফল নষ্ট হয়ে যায় না।" তারা বলল, "আল্লাহর কসম, আল্লাহ আমাদের ওপর তোমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং আমরা যথার্থই অপরাধী ছিলাম।

ইউসুফ জবাব দিল, "আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদের মাফ করে দিন। তিনি দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু। তোমরা আমার এ জামাটি নিয়ে যাও এবং এটি আমার পিতার চেহারার উপর রাখবে। তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন। আর তোমাদের সমস্ত পরিবার-পরিজনকে আমার কাছে নিয়ে এসো।" (সূরা ইউসুফ ৮৮-৯৩)

এখানে আল্লাহ্ ইউসুফ (আঃ) এর ভাইদের পুনরায় ইউসুফ (আঃ) এর কাছে গমন এবং খাদ্যের বরাদ্দ ও অনুদান পাওয়ার আবেদন ও সেই সাথে বিনয়ামীনকে তাদের কাছে প্রত্যর্পণের অনুরোধ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ইবনে জারীর (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, শেষে হযরত ইউসুফ (আঃ) যখন দেখলেন তাদের অবস্থা এই; যা কিছু তারা নিয়ে এসেছে তাছাড়া আর কিছুই তাদের কাছে নেই, তখন তিনি নিজের পরিচয় দিলেন, তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন

www.pathagar.com

করলেন এবং তাদের ও নিজের প্রতিপালকের অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করেন। এ সময় ইউসুফ (আঃ) এর কপালের একদিকে যে তিল ছিল তা অনাবৃত করে দেখালেন, যাতে তারা তাঁকে শনাক্ত করতে পারে। (আল বিদায়াওয়াল নিহায়া ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৮২)

ইউসুফের পরিচয়

যখন তিনি বললেন, "তোমরা কি জান, ইউসুফ আর তার ভাইয়ের প্রতি তোমরা কি আচরণ করেছিলে?" একথা শুনে তারা অতি আশ্চর্যান্বিত হয়ে যায় এবং বার বার ইউসুফের দিকে তাকাতে থাকে। কিন্তু তারা বুঝে উঠতে পারছিলনা যে এই ব্যক্তিই ইউসুফ। ভাইয়েরা বেকারার হয়ে যখন বলল, তবে কি তুমিই ইউসুফ? সে বলল, আমিই ইউসুফ এবং এই আমার ভাই। অর্থাৎ আমি সেই ইউসুফ যার উপর পূর্বে তোমরা অত্যাচার করেছিলে। এই আমার ভাই। কথাটি পূর্বের কথা জোরালো করার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, এদের দুই ভাইয়ের প্রতি তাদের মনে যে হিংসা লুক্কায়িত ছিল আর সেসব ষড়যন্ত্র অপকৌশল তাদের বিরুদ্ধে পাকিয়েছিল সেদিকে এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাই ইউসুফ বলেছেন, (আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন) অর্থাৎ আমাদের প্রতি আল্লাহর কৃপা, দান, অনুকম্পা বর্ষিত হয়েছে। আমাদেরকে তিনি সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আর এটা আমাদেরকে দিয়েছেন তার প্রতি আমাদের আনুগত্য, তোমাদের নিপীড়নে ধৈর্য ধারণ, পিতার সাথে সদাচরণ ও আমাদের প্রতি পিতার মহব্বত ও স্নেহের বদৌলতে। (আল বিদায়া ওয়াল নিহায়া)

এরপর ভাইয়েরাও অনুতপ্ত হয় এবং নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে। ইউসুফ ও তাদের সব অপরাধ ক্ষমা করে দিয়ে নিজের গায়ের জামা তাদের কাছে দিয়ে বললেন, এটা অন্ধ পিতার চোখের উপর রেখে দিও। এতে আল্লাহর ইচ্ছায় তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে। এ ছিল প্রকৃতির সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম, নবুওতের আলামত ও বিরাট এক মু'জিযা। শেষে তিনি ভাইদেরকে তাদের পরিবার-পরিজনসহ সসম্মানে মিশরে চলে আসার জন্য বলে দেন।

ইউসুফের সুঘ্রাণ

মহান আল্লাহ বলেন, "কাফেলাটি যখন (মিশর থেকে) রওয়ানা দিল তখন তাদের পিতা (ইয়াকুব আঃ কেনান থেকে) বললো, 'আমি ইউসুফের গন্ধ পাচ্ছি। তোমরা যেন আমাকে বলোনা যে বুড়ো বয়সে আমার বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়েছে।

www.pathagar.com

ঘরের লোকেরা বলল, আল্লাহর কসম আপনি এখনো নিজের সেই পুরাতন পাগলামি নিয়েই আছেন।" (সূরা ইউসুফ ৯৪-৯৫)

আল্লাহর নবীগণ কেমন অসাধারণ শক্তির অধিকারী হয়ে থাকেন, এ ঘটনা থেকে সে সম্পর্কে ধারণা জন্মে। একদিকে হযরত ইউসুফ (আঃ) এর জামা নিয়ে মিশর থেকে কাফেলা সবেমাত্র রওয়ানা দিচ্ছে অন্যদিকে শত শত মাইল দূরে ইয়াকুব (আঃ) তার গন্ধ পাচ্ছেন। কিন্তু এ থেকে একথাও জানা যায় যে, নবীগণের এ শক্তিগুলো আসলে তাঁদের সহজাত ছিল না বরং এগুলো আল্লাহ তাঁদের দান করেছিলেন এবং আল্লাহ যখন যে পরিমাণ চাইতেন এ শক্তিকে কাজে লাগানোর সুযোগ দিতেন। হযরত ইউসুফ (আঃ) বহু বছর যাবত মিশরে রয়েছেন অথচ সে সময় হযরত ইয়াকুব (আঃ) কখনো তাঁর গন্ধ পাননি। কিন্তু হঠাৎ তাঁর ঘ্রাণশক্তি এত তীব্র হয়ে গেল যে, তাঁর জামা মিশর থেকে চলা শুরু হওয়ার সাথে সাথেই তিনি তাঁর সুগন্ধ পেতে শুরু করলেন।

"ঘরের লোকেরা বলল, 'আল্লাহর কসম আপনি এখনও সেই পুরাতন পাগলামি নিয়েই আছেন।"

এই আয়াত থেকে বোঝা যায় সমগ্র পরিবারে হযরত ইউসুফ (আঃ) ছাড়া তাদের পিতার মর্যাদা উপলব্ধিকারী আর দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি ছিল না। হযরত ইয়াকুব (আঃ) নিজেও তাদের এ মানসিক ও নৈতিক অধোপতনের কারণে হতাশ ছিলেন। গৃহের প্রদীপের আলো বাইরে ছড়িয়ে পড়েছিল কিন্তু গৃহবাসীরা নিজেরাই আঁধারের মধ্যে বাস করছিল। তাদের দৃষ্টিতে তিনি একটি পোড়া মাটি ছাড়া আর কিছুই ছিলেন না। ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের অধিকাংশই প্রকৃতির এ নির্মম পরিহাসের শিকার হয়েছেন।

স্বপরিবারে মিশরে

"তারপর যখন সুখবর বহনকারী এলো তখন সে ইউসুফের জামা ইয়াকুবের চেহারার ওপর রাখলো এবং অকস্মাত তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে এলো। তখন সে বললো, 'আমি না তোমাদের বলেছিলাম, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন সব কথা জানি যা তোমরা জাননা। ছেলেরা বলে উঠল, আব্বাজান! আপনি আমাদের গোনাহ মাফের জন্য দোয়া করুন, সত্যিই আমরা অপরাধী ছিলাম। তিনি বললেন, 'আমি আমার রবের কাছে তোমাদের মাগফেরাতের জন্য আবেদন জানাবো। তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়।" (সূরা ইউসুফ ৯৬-৯৮)

"তারপর যখন তারা ইউসুফের কাছে পৌছালো তখন সে নিজের বাপ ও মাকে নিজের কাছে বসালো এবং বললো, (নিজের সমগ্র পরিবার পরিজনকে) "চলো,

www.pathagar.com

এবার শহরে চলো, ইনশাআল্লাহ শান্তি ও নিরাপত্তার মধ্যে বসবাস করবে।"

বাইবেলের বর্ণনা মতে এই সময় ইয়াকুব (আঃ) এর পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছিল মোট ৬৭ জন। অবশ্য অন্য এক বর্ণনায় পাওয়া যায় এরা যখন মিশরে প্রবেশ করে তখন এরা সংখ্যায় ছিল ৩৯০ জন। ৫০০ বছর পরে মূসা (আঃ) যখন তাদের নিয়ে মিশর ত্যাগ করে যান তখন যুদ্ধ করতে সমর্থ যুবকদের সংখ্যাই ছিল ৬,০৩,৫৫০ জন। নারী-পুরুষ-শিশু মিলিয়ে লোক সংখ্যা ছিল প্রায় ২০ লক্ষ। তালমুদে লিখিত হয়েছে, হযরত ইয়াকুব (আঃ) এর আগমন সংবাদ যখন রাজধানীতে এসে পৌছালো তখন হযরত ইউসুফ (আঃ) রাজ্যের বড় বড় আমীর উমরাহ, উচ্চ পদস্থ কর্মচারীবৃন্দ ও বিরাট এক সেনাবাহিনী নিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করতে বের হলেন। অত্যন্ত মর্যাদা ও শান শওকতের সাথে তাদেরকে শহরে নিয়ে এলেন। সেদিনটি সেখানে ছিল উৎসবের দিন। নারী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে সবাই সেদিন এ শোভাযাত্রা দেখতে জমা হয়েছিল। সারা দেশে আনন্দের ঢেউ প্রবাহিত হয়ে গিয়েছিল।

আহলে কিতাবদের মতে হযরত ইয়াকুব (আঃ) যখন বিলবীস এলাকায় জাশির নামক স্থানে পৌছেন তখন ইউসুফ (আঃ) তাঁর সাথে সাক্ষাত করার উদ্দেশ্যে বের হয়ে আসেন। ইয়াকুব (আঃ) নিজের আগমন বার্তা পৌছানোর জন্য তাঁর এক পুত্রকে আগেই পাঠিয়ে দেন। তারা আরও বলেছেন, মিশরের বাদশাহ ইয়াকুবের (আঃ) পরিবারকে অবস্থান গ্রহণ এবং তাদের গৃহপালিত সমস্ত পশু ও মালপত্র নিয়ে থাকার জন্য সম্পূর্ণ জাশির এলাকা তাদের ছেড়ে দেন। ইয়াকুব (আঃ) মিশরের বাদশাহর জন্য দোয়া করেন। তার আগমনের বরকতে আল্লাহ মিশরবাসীর উপর থেকে অবশিষ্ট বছরগুলোর দুর্ভিক্ষ তুলে নেন। (আল্লাহই সর্বজ্ঞ, আল বিদায়া ওয়াল নিহায়া, পৃষ্ঠা- ৪৮৭)

মহান আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বলেন, (শহরে প্রবেশ করার পর) নিজের বাবা মাকে উঠিয়ে নিজের পাশে সিংহাসনে বসান এবং সবাই তাঁর সামনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সিজদায় ঝুকে পড়ল। ইউসুফ বলল, "আব্বাজান! আমি ইতিপূর্বে যে স্বপ্ন দেখেছিলাম এ হচ্ছে তার তা'বীর। আমার রব তাকে সত্যে পরিণত করেছেন। আমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ হিসাবে তিনি আমাকে কারাগার থেকে বের করেছেন। এবং আপনাদের মরু অঞ্চল থেকে এনে আমার সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন। অথচ শয়তান আমার ও আমার ভাইদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে দিয়েছিল। আসলে আমার রব অননুভূত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করেন। (সূরা ইউসুফ- ১০০)

www.pathagar.com

এখানে দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর প্রিয়জনদের সাথে পুনঃ মিলনের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। বিচ্ছেদের সময়সীমা সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত আছে। কারো মতে আশি বছর। কাতাদা (রঃ) মতে পঁয়ত্রিশ বছর। কিন্তু মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকের মতে বিচ্ছেদের কাল মাত্র আঠার বছর। আহলি কিতাবদের মতে এই সময় ছিল চল্লিশ বছর। তবে ঘটনার উপর দৃষ্টিপাত করলে বিচ্ছেদকাল খুব বেশী বলে মনে হয় না। কেননা, ভাইয়েরা যখন তাকে কুয়ায় ফেলে দিয়েছিল তখন তার বয়স সতের বছর। তিন বছর সে আযীযের কাছে ছিল। এরপর জেলখানায় থাকার সময়সীমা সাত বছর। এরপর প্রাচুর্যের সাত বছর অতিক্রান্ত হয়। তারপরই শুরু হয় দুর্ভিক্ষের সাত বছর। এর প্রথম বছরেই ইউসুফ (আঃ) এর ভাইয়েরা খাদ্যের জন্য মিশরে আসে। দ্বিতীয় বছর বিনয়ামীনকে নিয়ে আসে। আর তৃতীয় বছর ইউসুফ (আঃ) নিজের পরিচয় দেন এবং পরিবার পরিজনকে নিয়ে আসতে বলেন। সে বছরই ইউসুফ (আঃ) এর গোটা পরিবার মিশরে তাঁর কাছে চলে আসে। এ হিসেবে মিলনকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ১৭+৩+৭+৭+৩ = ৩৭ বছর। তাহলে বিচ্ছেদের কাল বিশ বছর। তবে ভাইদের সাথে তাঁর দেখা আঠার বছর পরেই হয়েছিল।

এরপর ইউসুফ বললেন, "হে আমার রব তুমি আমাকে রাষ্ট্রক্ষমতা দান করেছ। এবং আমাকে সকল কথার গভীরে (অর্থাৎ সকল বিষয়ে কিংবা সকল স্বপ্নের তাৎপর্য) প্রবেশ করা শিখিয়েছ। হে আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা। দুনিয়া ও আখেরাতে তুমিই আমার অভিভাবক। আমাকে ইসলামে উপর মৃত্যু দান করো এবং পরিণামে আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করো।" (সূরা ইউসুফ ১০১)

কাহিনীর এখানেই শেষ। এ সময় ইউসুফ (আঃ) এর কণ্ঠ নিঃসৃত এই বাক্য কয়টি আমাদের সামনে একজন সাচ্চা মুমিনের চরিত্রের এক অদ্ভুত মনোমুগ্ধকর চিত্র তুলে ধরে। মরু পাশুপালক পরিবারের এক ব্যক্তি যাঁকে তাঁর হিংসুটে ভাইয়েরা মেরে ফেলতে চেয়েছিল, জীবনের উত্থান-পতন দেখতে দেখতে অবশেষে পার্থিব উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেন। তার দুর্ভিক্ষ পীড়িত পরিবারবর্গ তারই করুণা ভিখারী হয়ে তার সামনে এসে হাযির হয়েছে এবং এ সাথে এসেছে তাঁর সেই হিংসুটে ভাইয়েরা যারা তাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। তারা সবাই তাঁর রাজকীয় সিংহাসনের সামনে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে আছে। দুনিয়ার সাধারণ রীতি অনুযায়ী এ সময় ছিল অহংকার, অভিযোগ ও দোষারোপ করার এবং তিরস্কার ও ভর্ৎসনার তীব্র বর্ষণ করার উপযুক্ত সময়। কিন্তু আল্লাহর সত্যিকার অনুগত একজন মানুষ এসময় ভিন্ন ধরনের চারিত্রিক গুণাবলীর প্রকাশ ঘটান। যা বিশ্ব দেখেছে মহান আল্লাহর আর এক নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)

www.pathagar.com

এর মক্কা বিজয়ের সময়। তখন ঠিক তিনিও এভাবেই বলেছিলেন, "তোমাদের প্রতি আমার কোন অভিযোগ নেই।"

তিনি নিজের এ উন্নতির জন্য অহংকার করার পরিবর্তে যে আল্লাহ তাকে এ মর্যাদা দান করেছেন তার অনুগ্রহের স্বীকৃতি দেন। তাঁর পরিবারের লোকেরা জীবনের প্রথম দিকে তার ওপর যে জুলুম-অত্যাচার চালিয়েছিল সেজন্য তিনি তাদের তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করেন না। বরং আল্লাহ এত দীর্ঘদিনের বিচ্ছিন্নতার পর তাদেরকে আমার সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন। এ বলে তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি হিংসুটে ভাইদের বিরুদ্ধে মুখে অভিযোগের একটি শব্দও উচ্চারণ করেন না। এমনকি একথাও বলেন না যে, তারা আমার সাথে দুর্ব্যবহার করেছিল। বরং নিজেই এভাবে সাফাই গাইছেন যে, শয়তান আমার ও তাদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে দিয়েছে। আবার সেই বিরোধের খারাপ দিক বাদ দিয়ে তার এ ভাল দিকটি পেশ করেছেন যে, আল্লাহ আমাকে যে মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে চাচ্ছিলেন সেজন্য এ সূক্ষ্ম কৌশল অবলম্বন করেছেন। অর্থাৎ ভাইদের দ্বারা শয়তান যা কিছু করায় তার মধ্যে আল্লাহর জ্ঞান অনুযায়ী আমার জন্য কল্যাণ ছিল। কয়েক শব্দে এসব কিছু প্রকাশ করার পর তিনি স্বতস্ফূর্তভাবে নিজের প্রভু আল্লাহর সামনে নত হন এবং তাঁর প্রতি এ বলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনঃ তুমিই আমাকে বাদশাহী দান করেছ এবং এমন সব যোগ্যতা দান করেছ যার বদৌলতে আমি জেলখানায় পঁচে মরার বদলে আজ দুনিয়ার সবচেয়ে বড় রাষ্ট্রটির ওপর শাসন কর্তৃত্ব চালাচ্ছি।

সব শেষে তিনি আল্লাহর কাছে যা কিছু চান তা হচ্ছে এই যে, দুনিয়ায় যতদিন বেঁচে থাকি ততদিন যেন তোমার বন্দেগী ও দাসত্বে অবিচল থাকি আর যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নেই তখন আমাকে সৎ বান্দাদের সাথে মিলিয়ে দিও। কতই উন্নত, পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র এ চারিত্রিক আদর্শ।

ইয়াকুব (আঃ) এর ইন্তেকাল

ইবনে ইসহাক (রাঃ) আহলে কিতাবদের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে হযরত ইয়াকুব (আঃ) মিশরে পুত্র ইউসুফ (আঃ)-এর কাছে সতের বছর থাকার পর ইন্তেকাল করেন। মহান আল্লাহ বলেন, "মৃত্যুকালে সে তার সন্তানদের জিজ্ঞেস করলো, আমার পর তোমরা কার ইবাদাত করবে? তারা সবাই জবাব দিল, 'আমরা সেই এক আল্লাহর ইবাদাত করবো, যাঁকে আপনি এবং আপনার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাইল ও ইসহাক ইলাহ হিসেবে মেনে এসেছেন এবং আমরা তাঁরই অনুগত মুসলিম।" (সূরা বাকারা- ১৩৩)

www.pathagar.com

এরপর ইউসুফ (আঃ) এর কাছে অসিয়ত করে যান যে, তাঁকে যেন তাঁর পূর্ব পুরুষ হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও ইসহাক (আঃ) এর পাশে দাফন করা হয়।

আহলি কিতাবদের বর্ণনা মতে, হযরত ইয়াকুব (আঃ) এর মৃত্যুতে মিশরবাসী সত্তরদিন পর্যন্ত শোক পালন করে। হযরত ইউসুফ (আঃ) চিকিৎসাবিদদেরকে উৎকৃষ্ট সুগন্ধি দ্বারা পিতার মরদেহ অক্ষুণ্ন রাখতে আদেশ দিলে তারা তাই করে। এভাবে চল্লিশ দিন অতিবাহিত হয়। (তখন মিশরে লাশ যুগ যুগ ধরে অবিকৃত রাখার বিশেষ প্রযুক্তি ছিল) অতঃপর হযরত ইউসুফ (আঃ) মিশরের বাদশাহর কাছে এই মর্মে মিশরের বাইরে যাওয়ার অনুমতি চান যে, তিনি পিতাকে পিতৃ-পুরুষদের পাশে দাফন করবেন। বাদশহা অনুমতি দিলেন।

ইউসুফ (আঃ) এর সাথে মিশরের গণ্যমান্য ও প্রভাবশালী লোকদের এক বিরাট দল গমন করে। হিবরূণ (হেব্রন) নামক স্থানে পৌঁছে পিতাকে সেই গুহায় দাফন করেন যেখানে ইবরাহীম (আঃ) ও ইসহাক (আঃ) এর কবর। সাতদিন সেখানে অবস্থান করে সকলেই মিশরে প্রত্যাবর্তন করেন।

পিতার মৃত্যুতে ইউসুফ (আঃ) এর ভাইয়েরা তাকে অত্যধিক সান্ত্বনা দেন ও সম্মান দেখান। ইউসুফ (আঃ)ও তাদেরকে সম্মানিত করেন এবং প্রত্যাবর্তনের পর তাদেরকে উত্তমভাবে মিশরে থাকার ব্যবস্থা করেন।

হযরত ইউসুফ (আঃ) এর ইন্তিকাল

এরপর আসে হযরত ইউসুফ ইউসুফ (আঃ) এর অন্তিমকাল। মৃত্যুকালে তিনি স্ববংশীয়দের ওসীয়ত করেন যে, তারা যখন মিশর থেকে বের হয়ে যাবেন তখন যেন তাঁর লাশও মিশর থেকে সাথে করে নিয়ে যান এবং বাপ দাদার কবরের পাশে তাকেও যেন দাফন করেন। ফলে মৃত্যুর পরে ইউসুফ (আঃ) এর লাশ সুগন্ধি দ্বারা আবৃত করে একটি সিন্দুকে পুরে রেখে দেওয়া হয়। হযরত মূসা (আঃ) যখন বনী ইসরাইলকে নিয়ে মিশর ছেড়ে ছেড়ে বেরিয়ে আসেন তখন ঐ সিন্দুকও নিয়ে আসেন এবং তার পিতৃ পুরুষদের পাশে দাফন করেন। মৃত্যুকালে হযরত ইউসুফ (আঃ) এর বয়স হয়েছিল ১১০ বছর। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া)

ইউসুফের (আঃ) বিবাহ

আহলি কিতাবদের মতে ফেরাউন (মিশরের বাদশাহ) ইউসুফ (আঃ)কে পরম মর্যাদা দান করেন। এবং সমগ্র মিশর দেশের কর্তৃত্ব তাঁর হাতে তুলে দেন। নিজের বিশেষ আংটি ও রেশমী পোশাক তিনি তাঁকে পরিয়ে দেন, তাঁকে স্বর্ণের

www.pathagar.com

হারে ভূষিত করেন এবং মসনদের দ্বিতীয় আসনে তাঁকে আসীন করেন। তারপর বাদশাহ্ সবার সামনেই ঘোষণা করলেন, 'আজ থেকে আপনিই দেশের প্রকৃত শাসক। কেবল নিয়মতান্ত্রিক প্রধানরূপে রাজ সিংহাসনের অধিকারী হওয়া ছাড়া অন্য কোনো দিক দিয়েই আমি আপনার চেয়ে অধিক ক্ষমতাশালী নই।, তারা বলেন, ইউসুফ (আঃ) এর বয়স তখন ত্রিশ বছর। এবং এক অভিজাত বংশীয়া মহিলা ছিলেন তার স্ত্রী।

কথিত আছে আযীযে মিশর কিতফীরের মৃত্যুর পর বাদশাহ্ যুলায়খাকে ইউসুফের সাথে বিয়ে দেন। ইবনে ইসহাকের মতে, এই মহিলা ছিলেন মিশরের বাদশাহ রায়্যান ইবনুল ওলীদের ভাগ্নী। জুলায়খা অসম্ভব রূপসী এবং সম্পদশালী ছিলেন। তার গর্ভে ইউসুফ (আঃ) এর দুই পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। তাদের নাম আফরাইম ও মানশা। (আল্লাহই ভালো জানেন)। অবশ্য কোনো কোনো তাফসিরবিদ এ ঘটনার তীব্র বিরোধীতা করেন। জুলায়খার সাথে ইউসুফের বিয়ের ব্যাপারটা তারা একদমই মানতে চান না। তাদের ভাষ্য- বিয়ের কথাটি আসলে কুরআনে বা ইসরাঈলী ইতিহাসে ভিত্তি নেই। একজন নবী এমন একটি মহিলাকে বিয়ে করবেন যার অসতিপনা তাঁর নিজের অভিজ্ঞতায়ই ধরা পড়েছে- এটা আসলে তার নবী সুলভ মর্যাদার তুলনায় অনেক নিম্নমানের। কুরআন মজিদে এ ব্যাপারে যে সাধারণ নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, "অসৎ মেয়েরা অসৎ পুরুষের জন্য এবং অসৎ পুরুষেরা অসৎ মেয়েদের জন্য আর পবিত্র মেয়েরা পবিত্র পুরুষের জন্য এবং পবিত্র পুরুষেরা পবিত্র নারীদের জন্য।"

অতএব ঘটনা কি ঘটেছিল তা আল্লাহই ভালো জানেন। এ নিয়ে আমাদের বিতর্কে না যাওয়াই ভালো। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা আমাদের সঠিক কথা সহজভাবে বোঝার তৌফিক দান করুন। আমীন॥

তথ্যসূত্র ঃ

তাফহিমুল কুরআন, মা'রেফুল কুরআন ও আল বিদায়া ওয়ান্নিহায়া।

সমাপ্ত

www.pathagar.com

লেখিকার প্রকাশিত বই সমূহ

০১. আমি বারো মাস তোমায় ভালোবাসি
০২. দাইউস কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না
০৩. শিরকের শিকড় পৌছে গেছে বহুদূর
০৪. জিলহজ্জ মাসের তিনটি নিয়ামত
০৫. যুগে যুগে দাওয়াতী দ্বীনের কাজে মহিলাদের অবদান
০৬. ভালোবাসা পেতে হলে
০৭. মহিমান্বিত তিনটি রাত
০৮. কুসংস্কারাচ্ছন্ন ঈমান
০৯. সাহাবাদের ১৩টি প্রশ্ন আল্লাহ্ তায়ালার জবাব
১০. চরমোনাই'র পীর সাহেব আমাকে জামায়াতে ইসলামীতে নিয়ে এলেন
১১. কি শেখায় মহররম
১২. আমরা কেমন মুসলমান?
১৩. আপনি জামায়াতে ইসলামীতে শামিল হবেন না কেন?
১৪. স্মৃতির এ্যালবামে তুলে রাখা কয়েকটি দিন
১৫. তাকওয়া অর্জনই হোক মুমীন জীবনের লক্ষ্য
১৬. কিছু সত্য বচন
১৭. নামাজ জান্নাতের চাবি
১৮. নিশ্চয়ই প্রত্যেক মুশকিলের সাথে আসানীও রয়েছে
১৯. আমার সিয়াম কবুল হবে কি?
২০. জান্নাতী দল কোনটি?
২১. বিদয়াতের বেড়াজালে ইবাদাত
২২. ভালোবাসা কি দিবস নির্ভর?
২৩. কুসংস্কারাচ্ছন্ন ঈমান-২
২৪. বিভ্রান্তি ছড়াতে তথাকথিত আলেমদের ভূমিকা
২৫. সুনামী উপন্যাস
২৬. সোনালী ডানা (কাব্য)
২৭. আমার পৃথিবী খুব সুন্দর (কাব্য)
২৮. শত এক নামে ডাকি যে তোমায়
২৯. হিরামন পাখি (ছোট গল্প)
৩০. স্বপ্নের বাড়ী (ছোট গল্প)
৩১. আমার অহংকার (কাব্য)
৩২. ঈমান ও আমল (প্রবন্ধ সংকলন)
৩৩. সংসার সুখের হয় পুরুষের গুণে
৩৪. নামের মাঝে লুকিয়ে আছে আমার পরিচয়
৩৫. আল্লাহ্ তার নূরকে বিকশিত করবেনই
৩৬. স্বস্তির বাতিঘর
৩৭. আজ আমার মরতে যে নেই ভয়
৩৮. কবে আসবে সেই শুভ দিন
৩৯. শাফায়াত মিলবে কি?
৪০. নারী-পুরুষ পরস্পর বন্ধু ও সহযোগী
৪১. কাজের মাঝে নিজেকে খুঁজি
৪২. ডুবন্ত পুরুষ
৪৩. কিশোরী উম্মুল মুমেনীন
৪৪. আল কোরআনের গল্প শোন
৪৫. মৃত্যুর আগে ও পরে প্রিয়জনদের করণীয়
৪৬. স্বভাব হবে সুন্দর ও রুচিশীল
৪৭. রাসূল (সাঃ) আমার ভালবাসা
৪৮. রোদ জোসনায়
৪৯. অন্য রকম কষ্ট
৫০. আল্লাহর রঙে রঙিন হবো
৫১. যা পড়ি তা বুঝতে হবে
৫২. সৌন্দর্যের প্রতীক ঃ ইউসুফ আলাইহি ওয়া সালাম

www.pathagar.com